ভিটেমাটি

শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স

ভিটেমাটি র প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

চরিত্র

মধু	:	চাষি যুবক
পদ্মা	:	শম্ভুর মেয়ে
মাখন	:	কামার যুবক
সুবর্ণ	:	ছোটলালের স্ত্রী
ছোটলাল	:	শিক্ষিত যুবক
সুভদ্রা	:	ছোটলালের বোন
কাদের	:	চাষি
আমিরুদ্দীন	:	চাষি
আজিজ	:	আমিরুদ্দীনের ছেলে
রামঠাকুর	:	পুরোহিত ব্রাহ্মণ
নকুড়	:	গ্রাম্য আড়তদার
ভূষণ	:	চাষি
শম্ভু	:	চাষি

প্রথম দৃশ্য

সকাল। সবে সূর্য উঠেছে। বাড়ির সামনে অঙ্গনে উবু হয়ে বসে মধু চকচকে ধারালো দা দিয়ে একটা বাঁশ চেঁছে সাফ করছিল। কতগুলি ছোটো বড়ো বাঁশের টুকরো কাছে পড়ে আছে। বাড়ির দেওয়াল মাটির ও চালা ছনের। পাশে একটা লাউমাচা। লাউমাচার পিছনে খানিক তফাতে ডোবা আর বাঁশ ঝাড় নজরে পড়ে।

মধুর বয়স সাতাশ আটাশ হবে, দেহ সুস্থ ও সবল। তার গায়ে কোরা একটা গামছা জড়ানো, পরনে আধ ময়লা মোটা কাপড়, হাঁটুর একটু নীচে পর্যন্ত নেমেছে। কোমরে আলগাভাবে একটা গোরু-বাঁধা দড়ি জড়ানো।

দ্রুতপদে, প্রায় ছুটতে ছুটতে পদ্মা এসে দাঁড়ায়। তার চুল এলোমেলো, একহাতে আঁচল কাঁধে চেপে ধরে আছে। এসে দাঁড়িয়ে আঁচল ভালো করে গায়ে জড়িয়ে সে হাঁপাতে থাকে।

মধু [*উঠে দাঁড়িয়ে ব্যগ্রভাবে*] কী হয়েছে পদি ?

পদ্মা যাবার আগে একটি বার পালিয়ে এলাম।

মধু [*একটু হতাশ ভাবে*] যাবার আগে !

পদ্মা নইলে ছুটে আসি ?

মধু আমি ভাবলাম তোদের বুঝি যাওয়া হল না তাই ছুটে এয়েছিস ভালো খপরটা জানাতে। খুব ভোরে না কথা ছিল রওনা দেবার ?

পদ্মা ছিল না ? জিনিস পত্তর গাড়িতে বোঝাই দিয়েছে কখন। এটা ওটা ছুতো করে আমি দিলাম বেলা করিয়ে। ভাবছি কখন আসে মানুষটা কখন আসে, পথ চেয়ে রইছি ভোর থেকে। যেতে বুঝি পারলে না একবারটি ? না, মন করলে মরুক গে যাক, পদি গেলে মেয়া জুটবে ঢের !

মধু জুটবে না তো কি ? শম্ভু দাসের মেয়া পদ্মা দাসী ছাড়া বুঝি মেয়া নেই কো পিথিমিতে ? যাচ্ছিস বেশ যাচ্ছিস। ফিরে যদি আসিস কোনোদিন, দেখবি তোর তরে বসে নেই মধু, ভূষণ খুড়োর মেয়াটা তার ঘর করছে।

পদ্মা ভূষণ খুড়োর মেয়া ! মোহিনী !

মধু হাসি কী হল ?

পদ্মা মেয়া লিয়ে পালাচ্ছে ভূষণ খুড়ো। তোমার অদেষ্ট মন্দ।

মধু পালাচ্ছে ! ভূষণ খুড়োও পালাচ্ছে ফসল কী করবে ? গাইবাছুর কী করবে ? তিন জোড়া গাই ওর। কালো গাইটা আজ দশদিন হয়নি বিইয়েছে।

পদ্মা নকুড় ফসল তুলবে, গাইবাছুর, ঘরদোর দেখবে। যদি অবিশ্যি থাকে কিছু শেষতক।

মধু গচ্ছিত রেখে যাবার লোক পেয়েছে ভালো।

পদ্মা উপায় কি। কবে হানা দেবে আবার, ঘরদোর পুড়বে, নিজেরা প্রাণে মরবে, তার চেয়ে প্রাণ নিয়ে পালানো ভালো।

মধু যেখানে পালাবে সেখানে হানা দেবে না ওরা ?

পদ্মা বিপদ সব জাগায় সমান নয়তো।

মধু কী করে জানবে কোথা বিপদ কম ? ছোটলাল এই কথা বোঝাচ্ছে। যে ভয়ে পালাতে চাইছ এ গাঁ ছেড়ে ও গাঁয়ে, সে ভয়ের এলাকা ছেড়ে তো পালাতে পারবে না। পালাতে দেবেই না।

পদ্মা আমায় বুঝিয়ে কী হবে ! বাবাকে তো পারলে না বোঝাতে !

মধু নকুড় পরামর্শ দিচ্ছে, ভূষণ ফুসলাচ্ছে, তোর বাবা কি কিছু বুঝতে চায় ! নকুড় গুছিয়ে নিচ্ছে বেশ তলে তলে। জলের দামে কিনে সব বেচছে। ভূষণ খুড়োর গচ্ছিত যা কিছু দিয়ে যাচ্ছে তাও বেচে দেবে। তারপর সরে পড়বে খাসধুবোয়, এখেনে অসুবিধা হলে।

পদ্মা না, নকুড় বলেছে সে শ্বশুরঘরে গিয়ে থাকবে, যদ্দিন না হাঙ্গামা থামে।

মধু শ্বশুর ঘরে গিয়ে থাকবে দু কোশ দূরে ? মোদের এই জুনপাকিয়ায় হাঙ্গামা হলে বুঝি সেখানে হবে না ?

পদ্মা এবার হয়নি তো।

মধু দশগাঁয়ে হয়েছিল, জুনপাকিয়ায় হয়নি তো ! শেষতক হল। পরের বার ওখানে হবে। নকুড়ের কথা ধরিস না। ও লোকটা মতলববাজ, জাঁহাবাজ।

পদ্মা থাকগে বাবা, পরের ভাবনা ভাবতে পারি না আর। এমন ডর লাগছে মোর।

মধু তোর আবার ডর কীসের ? তুই তো পালাচ্ছিস !

পদ্মা নিজের জন্য ডরাচ্ছি নাকি আমি ? কী যে হবে ভগবান জানেন ! এত করে যেতে বললাম তোমাকে, তোমার সেই এক পাথুরে গোঁ। সত্যি বলছি তোমাকে, যেতে মন চাইছে না আমার।

মধু মন না চাইলে যাচ্ছিস কেন ?

পদ্মা সাধ করে যাচ্ছি ? নিজের খুশিতে যাচ্ছি ? তোমার কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। বাবা জোর করে নিয়ে গেলে আমি কী করব। নকুড় বেশি ঘেঁষেনি বাবার কাছে, দে মশায় কী যে মন্তর দিতে লাগল বাবার কানে, পালাবার জন্য বাবা একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠেছে। দে মশায় সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। সঙ্গে করে নন্দপুর পৌঁছে দিয়ে আসবে। বলেছে, কদিন বাদে আড়তের মালপত্তর বেচে দিয়ে নিজে গিয়ে থাকবে ওখানে। কী মতলব করেছে কে জানে !

মধু তোকে বিয়ে করবে।

পদ্মা সে তো নতুন কথা নয়। ঢের দিন থেকে আমার পেছনে লেগেছে। বাবাকে তোষামোদ করছে। আমি ভাবছি, অন্য মতলব যদি করে থাকে লোকটা ! কদিন থেকে ভেবে ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না কিছুর। তা যা আমার অদেষ্টে আছে ঘটবে, কোনো তো উপায় নেই। তুমি এ গাঁ ছেড়ে পালালে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারতাম। শেষ বারের মতো এই কথা বলতে আমি এলাম। [*অধীর আগ্রহে*] যাও না ? তুমিও যাও না চলে ? তোমার পায়ে পড়ি এমন একগুঁয়েমি কোরো না। পাঁশকুড়ায় তোমার বোনের কাছে গিয়ে তো তুমি থাকতে পার বিপদের কটা দিন ?

মধু কটা দিন পদি ? বিপদ্ধ কদিন থাকবে জানিস কিছু ? ছমাস না এক বছর না দশ বছর ? জানতে পারলে হয়তো যেতাম পদি। গেলে পাঁশকুড়ায় যেতাম না, তোদের সঙ্গেই যেতাম।

পদ্মা তাই গেলেই তো হয় ! বাবা অত করে বলছে তোমাকে—

মধু তা হয় না পদি। আমি কোথাও যেতে পারব না। ঘরবাড়ি, গাইবাছুর, জমিজমা ফেলে কোথায় যাব ? কী করে যাব ? ধার করে পুবের ভিটেয় ঘর তুলে দুবছর সুদ গুনেছি, গায়ের রক্ত জল করে এই সেদিন মহাজনের দেনা শুধলাম। সাত বিঘে বেশি জমি এবার ভাগে চষেছি, কাল পরশু বুইতে শুরু না করলে নয়। এগারো কাহন খড় ধরে রেখেছিলাম, এবার বেচতে হবে। বুড়ো বাপটা শুধু দুধ খেয়ে বেঁচে আছে, লক্ষ্মীকে ফেলে বিদেশে পালালে খেতে না পেয়ে বাপটা আমার মরে যাবে। জমির ধান ঘরে তুললে আমার মা বোন বাপ সারা বছর খাবে। আমার যাওয়ার উপায় নেই, [*ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে*] কেবল এ সব অসুবিধের জন্য নয়, যাবার কথা ভাবলেই মনটা হুহু করে।

পদ্মা কেন ?

মধু তুই মেয়ে মানুষ, বাপের ঘরে বড়ো হয়ে সোয়ামির ঘরে চলে যাস ঘরদোর জমিজমার দরদ তুই কি বুঝবি ? বেড়া থেকে একটা কঞ্চি কেউ খুলে নিলে টের পেয়ে যাই। খেত থেকে এক কোদাল মাটি নিলে মনে হয় এক খাবলা গায়ের মাংস নিয়ে গেছে। সব ফেলে যাবার ক্ষমতা আমার নেই। সবাই পালাক, গাঁ খালি হয়ে যাক, একা আমি আমার খেতখামার ঘরবাড়ি গাইবাছুর আগলে গাঁয়ের মাটি কামড়ে পড়ে থাকবো।

পদ্মা তবে কি হবে ? তুমি এখানে থাকবে, আমি চলে যাব—

শম্ভুর প্রবেশ। পঞ্চাশ বছরের গৃহস্থ চাষি।

শম্ভু [*রুদ্ধকণ্ঠে*] তুই এখানে ? চাদ্দিকে ঢুড়ে ঢুড়ে হয়রান হয়ে গেলাম। কী করছিস তুই এখানে বেহায়া বজ্জাত মেয়ে ?

মধু আমি একবারটি ডেকেছিলাম।

শম্ভু কেন ডেকেছিলে ? আমার মেয়েকে তুমি কেন ডাকবে, আমার বিয়ের যুগ্যি এতবড়ো মেয়েকে ? আস্পদ্দা কম নয় তো তোমার ?

মধু গাঁ ছেড়ে যাওয়া নিয়ে কটা কথা বলার ছিল।

শম্ভু [*হঠাৎ উৎসুক হয়ে*] তোমার যাওয়ার কথা ? মত বদলেছ তুমি ? ভগবান সুমতি দিয়েছেন ? শোনো বলি মধু, প্রাণের ভয়ে গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছি বটে, মন কি যেতে চাইছে মোর। বুকটা হুহু করছে। ঘরদোর এদিকে নষ্ট হবে, বিদেশ বিভুঁয়ে ওদিকে দশা কী হবে মোদের ভগবান জানেন। তুমি যদি সঙ্গে যাও, বুকে জোর পাই আমি।

মধু তা হয় না।

শম্ভু ওই এক কথা তোমার। কেন হয় না শুনি ? বীরু, ভূষণ, কানাই, নকুড়, বনমালী সবাই যেতে পারে, তুমি যেতে পার না ? এমন একগুঁয়ে হয়ো না বাবা। কথা শোনো মোর। ছেলেবেলা থেকে শুনেছি বড়ো ঠাকুরের মুখে বুদ্ধিমান যে হয় সে কী করে ? না, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে। প্রাণ যদি থাকে বাবা, সব বজায় থাকে, প্রাণ যদি যায় তো ঘরদুয়ার, জিনিসপত্তর থেকে কী হয় মানুষের ! কিছু কি রাখবে ওরা, সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। কীসের ভরসায় তবে গাঁয়ে পড়ে থাকা ? আমি তোমায় ভালো ছাড়া মন্দ পরামর্শ দেব না মধু। কথা রাখো আমার, চলো একসাথে যাই।

পদ্মা তাই চলো। একসাথে চলে যাই।

মধু একবার তার দিকে বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে তাকাল তারপর চিন্তিতভাবে অন্যদিকে চেয়ে চুপ করে থাকে।

শম্ভু [*মধুর নীরবতায় উৎসাহিত হয়ে*] জান বাবা, কাল আমরা চলে যেতাম, তোমার জন্য প্রাণ হাতে করে একটা দিন দেরি করলাম, শুধু তোমার জন্য। কত কষ্টে মদনের গাড়ি পেইছি মদনকে রাজি করে। বুড়ো ক্যাংটা বলদ দুটো, গাড়ি চলবে টেঙ্গস টেঙ্গস। যাহোক

তাহোক, গাড়িতে সব মালপত্তর বোঝাই দিয়েছি, রওনা হবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, তবু তুমি যদি যাবে বল মধু, আজকেও যাওয়া বন্ধ করে দিতে রাজি আছি। কাল একসাথে রওনা হব তুমি আমার ছেলের মতো, ছেলের চেয়ে বেশি। সেবার যখন ডাকাত পড়ল বাড়িতে, তুমি সবাইকে ডেকেডুকে নিয়ে সময়মতো হাজির হয়েছিলে বলে ধনেপ্রাণে বেঁচে গেছলাম। সে ঋণ এ জন্মে শোধ হবার নয়। নকুড় তিনশো টাকা পণ দিতে চেয়ে কত সাধাসাধি করেছে, আমি বলেছি, না, আমার জামাই হবে মধু। আজ অবস্থা যেমন হোক, মধুর চেষ্টা আছে, সে উন্নতি করবে। সে আমার ধনপ্রাণ বাঁচিয়েছে, আমার মেয়ের ধম্মো রক্ষা করেছে, সে ছাড়া কারও হাতে আমি মেয়ে দেব না। মোদের সাথে চলো মধু, যে অবস্থায় যেখানে থাকি, এক মাসের মধ্যে শুভকর্মটা সেরে ফেলব।

মধু [*অন্যমনস্ক ভাব কেটে আত্মস্থ হয়ে*] তাই যদি মন থাকে দাসমশায়, বিয়েটা সেরে দিয়ে ওকে রেখে যাও।

শম্ভু ডাকাত বেটাদের জন্যে ?

মধু আমি বেঁচে থাকতে মোর বউকে ছোঁবে !

শম্ভু তুমি বেঁচে থাকলে তো !

মধু আমি যদি মরি, মোর বউও মরতে পারবে।

শম্ভু মেয়ের আমার জোর বরাত বলতে হবে, ও মাসে বিয়েটা হয়ে যায়নি। তোমার বউ হয়ে মরে কাজ নেই, আমার মেয়ে হয়েই মেয়ে আমার বেঁচে থাকবে।

নকুড়ের প্রবেশ। শম্ভুর সমবয়সি গ্রাম্য মহাজন ও আড়তদার। গায়ে গলাবন্ধ গরম কোট, কাঁধে সস্তা চাদর ও পায়ে চটি।

নকুড় এই যে পাওয়া গেছে। তা আর দেরি করা কেন, বেলা নেহাত মন্দ হয়নি।

শম্ভু না, আর দেরি নেই। দে মশায়, আমাকে আর দুকুড়ি এক টাকা ধার দেবে ?

নকুড় তা—সে নয় দিলাম। টাকাটা লাগবে কীসে ?

শম্ভু মধু বায়নার টাকা দিয়েছিল, সেটা ফেরত দিয়ে যাব। ওর সঙ্গে কোনো বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকতে চাই না। সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে যাব।

নকুড় দিচ্ছি। এক্ষুনি টাকা দিচ্ছি।

কোমর থেকে থলে বার করে টাকা গুনতে লাগল। বোঝা গেল হঠাৎ সে ভারী খুশি হয়ে উঠেছে। বারবার পদ্মার দিকে তাকাতে লাগল।

পদ্মা তুমি আবার দে মশায়ের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছ বাবা ! শোধ দেবে কী করে ?

নকুড় আহা, নাই বা শোধ দিল ! আমি কি বলেছি শোধ দিতে হবে।

পদ্মা টাকা নিলে শোধ দিতে হবে না কি রকম ? তুমি নিয়ো না বাবা দে মশায়ের টাকা।

শম্ভু তুই চুপ কর।

মধু আমার টাকা পরে দিলেও চলবে, দাসমশায়। বায়না হিসেবে রাখতে না চাও, ঋণ হিসেবেই টাকা এখন তোমার কাছে থাক। হাতে টাকা হলে তখন দিয়ো।

নকুড় [*তাড়াতাড়ি কয়েকটি নোট শম্ভুর হাতে দিয়ে*] এই নাও দুকুড়ি এক টাকা। বাড়ি গিয়ে একটা রসিদ দিয়ো—ইস্টাম্প মারা কাগজ একখানা আছে। হিসেবের জন্য একটা রসিদ নেওয়া—নয় তো তোমাকে টাকা দেব তার আবার রসিদ কি !

শম্ভু সই করে দেব দে মশায়, ভেবো না। তোমার বায়নার টাকা ফেরত নাও মধু। [*টাকাটা সামনে ফেলে দিল*] আজ থেকে মোর সাথে কোনো সম্পর্ক রইল না তোমার। চলো আমরা যাই।

নকুড় আহা হা—দলিলপত্র ফেরত নাও। এমনি টাকা দিয়ে চলে যাচ্ছ কি রকম ?

শম্ভু দলিলপত্র কিছু নেই।

নকুড় লেখাপড়া হয়নি কিছু ? এমনি টাকা দিয়েছিল ? তুমি অস্বীকার করলে যে চাইবার মুখটি ছিল না ওর !

শম্ভু টাকা নিয়েছি, অস্বীকার করব কেন দে মশায় ?

নকুড় তা বটে, তা বটে। সে কথা বলছি না। এমনি কথার কথা বলছিলাম আর কি, যে টাকা যে দিয়েছিল তারও প্রমাণ কিছু নেই।

মধু রসিদপত্র কিছু নেই, আদালতে নালিশ হত না, তবু একজন আর একজনের টাকা ফেরত দিয়েছে বলে গা জ্বালা করছে দে মশায়ের।

নকুড় টাকা তো মিলেছে অত কথা কেন আবার ?

শম্ভু চলো আমরা যাই। চল পদি বাড়ি চল।

পদ্মা বাড়ি গিয়ে আর কি হবে বাবা ? আমি ওই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, তুমি গিয়ে সবাইকে নিয়ে এসো। মোকে মোড় থেকে তুলে নিয়ো।

শম্ভু আয় বলছি বেহায়া বজ্জাত মেয়ে !

অন্তরালে রামঠাকুরের গলা শোনা গেল—শম্ভু নাকি হে ! ওহে শম্ভু দাঁড়াও, দাঁড়াও।

রামপ্রাণ ভট্টাচার্যের প্রবেশ। পরনে পাটের কাপড়, গায়ে উড়ুনি, পূজার বেশ। বগলে কাপড় জড়ানো পুঁথি, হাতে কুশাসন, ঘণ্টা প্রভৃতি আছে। আর আছে বেখাপ্পা রকমের মোটা একটা লাঠি। উড়ুনির একপ্রান্তে নৈবিদ্যের মতো কি যেন বাঁধা। বছর চল্লিশেক বয়স, শুষ্ক শীর্ণ কাঠখোট্টা চেহারা, তবে দুর্বল মনে হয় না। গলার আওয়াজ মোটা ও কর্কশ। জোরে জোরে কথা বলা অভ্যাস।

রামঠাকুর এই যে নকুড়ও আছ।

নকুড় প্রণাম হই ঠাকুরমশায় !

রামঠাকুর কল্যাণ হোক। তোমার সর্বনাশ হবে নকুড়।

শম্ভু ঠাকুরমশায়, প্রণাম।

রামঠাকুর কল্যাণ হোক। তুমি উচ্ছন্ন যাবে শম্ভু।

শম্ভু সকালবেলা শাপমন্যি দিচ্ছেন কেন ঠাকুরমশায় ?

রামঠাকুর দেব না ? আমাকে ফাঁকি দিয়ে চুপি চুপি চোরের মতো গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছ, অভিশাপ দেব না তো কি আশীর্বাদ করব ?

শম্ভু সে কি কথা ঠাকুরমশায়। আপনাকে ফাঁকি দিলাম কখন চোরের মতোই বা গাঁ ছেড়ে পালাব কেন ?

রামঠাকুর তাই তো পালাচ্ছ বাপু ? দিনক্ষণ গুনিয়ে নিলে না, রওনা হবার সময় দুটো শান্তিবচন বলতে ডাকলে না, আশীর্বাদ নিলে না, একটা খবর পর্যন্ত দিলে না, আবার ঠিক আমার গোণা শুভদিনটিতে শুভক্ষণটিতে পালাচ্ছ। বাবুলালবাবুর জন্য কত পাঁজি পুঁথি ঘেঁটে আজকের শুভদিনটি বার করলাম, আমায় ঠকিয়ে আমার শুভদিনটিতে তোমরা যাত্রা করছ। ফাঁকি দেওয়া আর কাকে বলে ?

মধু শুভদিন কি আপনার সম্পত্তি নাকি ঠাকুরমশায় ? একজনের জন্য আপনি দিন দেখে দিলে সে দিন অন্য কেউ গাঁ ছেড়ে যেতে পারবে না ?

রামঠাকুর যেতে পারবে না কেন ? আমার দক্ষিণাটা দিয়ে দিলেই যেতে পারবে।

মধু তাই বলেন, আপনার দক্ষিণা চাই।

শম্ভু বাবুলালবাবুও কি আজ যাচ্ছেন ঠাকুরমশায় ?

রামঠাকুর এই মাত্র শুভযাত্রা করিয়ে দিয়ে এলাম। কালরাত্রেই বড়োবাবু ব্যাকুল হয়ে আমায় ডেকে পাঠালেন। পাঁচসিকে দক্ষিণা হাতে দিয়ে বললেন, কালের মধ্যে একটা ভালো দিন দেখে দিতে হবে ঠাকুরমশায়। ভালো করে পাঁজি পুঁথি দেখুন। পাঁজিতে আজ যাত্রা নিষেধ লিখেছে। বাবুলালের মা বেঁকে বসেছিলেন, আজ যাওয়া চলতেই পারে না। ঘড়ি পেতে আধঘণ্টা গুণে আমি বিধান দিলাম, আজ সকাল দশটার মধ্যে কিঞ্চিৎ পূজার্চনাদির পর যাত্রা অতীব শুভ। সকালে গিয়ে পূজার্চনাদি করে যাত্রা করিয়ে দিয়ে আসছি। বাবুলালবাবু আবার দক্ষিণা দিয়েছেন পাঁচসিকে। বাবুলালবাবু লোক ভালো, তার মঙ্গল হবে। কিন্তু তোমাদের কেমন ধারা বিবেচনা নকুড় ? শম্ভু ? খবর পেয়েছ বড়োবাবুকে বিধান দিয়েছি আজ সকালে যাত্রা প্রশস্ত, বামুনকে ফাঁকি দিয়ে আজকেই যাত্রা করছ ! যাচ্ছ যাও। বারণ করিনে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। বাবুলালবাবুর যাত্রা শুভ বলে কি, তোমাদেরও আজ যাত্রা শুভ ! মানুষে মানুষে তফাত নেই ? রাশিচক্রের ভেদ নেই ?

শম্ভু রাগ করবেন না ঠাকুরমশায়। দিনক্ষণ দেখার কথা খেয়াল হয়নি মোটে। মাথার কি ঠিক আছে। এই সওয়া পাঁচআনা প্রণামি নিয়ে আশীর্বাদ করুন। [*প্রণাম করল*] ঠাকুরমশায়কে প্রণাম কর পদি।

পদ্মা প্রণাম করল।

শম্ভু যাত্রা শুভ হবে তো ঠাকুরমশায় ?

রামঠাকুর হবে বইকী। এক কাজ কোরো শম্ভু, নন্দপুরে পৌঁছে দামোদরের পুজো পাঠিয়ে দিও পাঁচসিকে। যাত্রা আরও শুভ হবে। আর তুমি নকুড় ?

নকুড় আমি দুদিন পরেই ফিরে আসছি ঠাকুরমশায়। আড়তের মালপত্রের ব্যবস্থা করে একেবারে যখন যাব, আপনাকে প্রণাম করে যাব বইকী।

রামঠাকুর দুদিনের জন্য হোক, একদিনের জন্য হোক, যাত্রা তো করছ বাপু ? বামুনের আশীর্বাদ নিয়েই নয় গেলে ! সওয়া পাঁচআনা পয়সার জন্য অত মায়া কেন ?

নকুড় অগত্যা প্রণামি দিয়ে প্রণাম করলে।

কল্যাণ হোক। বাস, এবার তোমরা যেতে পার। দামোদরের পাঁচসিকে পুজো পাঠিয়ে দিতে ভুলো না শম্ভু।

শম্ভু ভুলব না ঠাকুরমশায়।

শম্ভু, পদ্মা ও নকুড় চলে গেল।

মধু আপনি তবে রয়ে গেলেন ঠাকুরমশায় ? ও পাঁচসিকে এসে পৌঁছতে ঢের দেরি।

রামঠাকুর তোমরা যদ্দিন আছ থাকতেই হবে। যেতে হলে তো সম্বল চাই দু পয়সা ? যাবার সময় তোমরা কিছু কিছু দিয়ে যাচ্ছ, দেখি যদি তোমাদের সবাইকে শুভযাত্রা করিয়ে নিজের শুভযাত্রার সংস্থান কিছু হয় কিনা। এ বাজারে আমার ব্যাবসাটা একটু উঠেছে, এইটুকু যা লাভ মধু। যা মন্দা যাচ্ছিল। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ধাঁধায় পড়ে লোকে শুধু দিচ্ছিল ফাঁকি, বামুনপুরুতকে দুটো পয়সা দিতে জ্বর আসছিল গায়ে। এখন ভয়ের চোটে এমনি দিশেহারা হয়ে গেছে যে আদায়পত্র হচ্ছে কিছু, চাপ দিয়ে ভয় দেখিয়ে। একটু উঠেছে ব্যাবসাটা ! তবে এ আর কদিন ! এরপর যা মন্দাটা আসছে, কারবার গুটোতে হবে।

মধু আপনার আবার ব্যাবসা কি ঠাকুরমশায় !

রামঠাকুর ব্যাবসা বইকী মধু। অন্তত পেশা তো বটে। আমি কিছু বুঝিনে ভেবো না হে। ভক্তিতে কেউ একটি পয়সা দেয় না, যা দেয় ভয়ে। উকিল, মোক্তার, কোবরেজ, ডাক্তারের

মতো আমিও মোচড় দিয়ে যা পারি আদায় করে নিই। চলা চাই তো আমার। ওদের মতো আমিও চক্ষুলজ্জার বালাই বিসর্জন দিয়েছি।

মধু যেতে না বলে আপনি সবাইকে যেতে বারণ করেন না কেন ঠাকুরমশায় ? যে ভাবে দিশেহারা হয়ে সব পালাচ্ছে, দুরবস্থার সীমা থাকবে না। আপনি জোর করে বললে হয়তো অনেকে যাওয়া বন্ধ করবে।

রামঠাকুর কেউ যাওয়া বন্ধ করবে না বাবা। যে আতঙ্ক জন্মেছে, স্ত্রীপুত্র ফেলে যে সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দেয়নি তাই আশ্চর্য। কথা কেউ শুনবে না মধু। যদি শুনত, বলে দিতাম এ বছর যাত্রা করার একটাও ভালো দিন নেই, সম্বৎসর অযাত্রা। যাত্রা করিয়ে কিছু কিছু পাচ্ছি, সে পাওয়ার লোভ নয় ছেড়েই দিতাম।

মধু লোভ আপনার নেই ঠাকুরমশায়।

রামঠাকুর আমি কলির ব্রাহ্মণ, আমার লোভ নেই, বলো কী হে ! লোভ আমার ধর্ম। কথা যারা শুনবে জানি, তাদের থাকতে বলছি মধু। তাও ওই লোভের হিসেবে। সবাই চলে গেলে আমার ব্যাবসাই যে মাটি হবে। যত জনকে রাখা যায় ততই আমার লাভ।

ছোটলাল ও মাখন এসে দাঁড়াল। ছোটলাল মধুর চেয়ে কয়েক বছরের বড়ো, স্বাস্থ্যবান সুশ্রী চেহারা, শ্যামবর্ণ। সাধারণ গ্রাম্য গৃহস্থের বেশ, মোটা কাপড়, সুতার মোটা কাপড়ের কোট, সস্তা মোটা গরম চাদর। পায়ে জুতো আছে, শিশির ভেজা মাটি লাগানো। মাখন তার সমবয়সি কামাবের কাজ করে। গায়ে ফতুয়া, চাদর। কাপড় জামা ঘবে কেচে লালচে রকম সাফ করা। দেখলেই বোঝা যায় কোথাও যাবে বলে তৈরি হয়েছে, কারণ চুলও মোটামুটি আঁচড়ানো।

মধু আরে, ছোটোবাবু !

ছোটলাল ছোটোবাবু ডাকটা বদলাতে পার না মধু ? শুনলে মনে হয় আমি যেন তোমাদের জমিদারের ভাই অথবা ছেলে, ছোটো তরফ। সবাই ছোটুবাবু বলে, তুমি ছোটোবাবু বলে আমায় ছোটো করে দাও কেন ?

রামঠাকুর ছোটো করে দেয় ! হা হা হা !

ছোটলাল জমিদার বলা আর গালাগাল দেওয়া একই কথা ঠাকুরমশায়।

মধু ওটা বলা কেমন অভোস হয়ে গেছে ছোটুবাবু। আপনি গেলেন না ?

ছোটলাল কোথায় গেলাম না ?

মধু ঠাকুরমশায় বললেন আপনারা আজ রওনা হয়ে গেলেন। শুনে ভড়কে গেছলাম।

রামঠাকুর এই তো দোষ তোমাদের মধু। এমনি করে তোমরা গুজব রটাও আবোল-তাবোল, মাথা মুন্ডু থাকে না। আমি কখন বললাম ছোটলালকে রওনা করিয়ে দিয়ে আসছি ? রওনা হলেন বাবুলাল।

ছোটলাল দাদা পালালে আমিও পালাব মধু ?

মধু তাই তো ভাবছিলাম অবাক হয়ে—। বউঠান ওনারা ?

ছোটলাল আমার বউ থাকবে, আমার বোনটাও থাকবে। দাদা তার বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে যাবে পুরী।

মধু যেতে দেবে ?

ছোটলাল তুমি পাগল মধু। সবাইকে কি ওরা আটকাচ্ছে—গুঁতো দিয়ে গাঁয়ে পাঠাচ্ছে আরও গুঁতো দেবার জন্য ? যারা ভালো লোক, মিহি লোক, যাদের অনুগ্রহ করলে ফল পাওয়া যায়, তাদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। পাস না জোগাড় করে কি আর দাদা যাচ্ছে। আর সত্যি বলি, দাদার ভাই বলেই আমিও আসতে পেরেছি গাঁয়ে। হয়তো আপশোশ করছে সে জন্য এখন !

মধু তা করছে। মোদের বাঁচাবার চেষ্টায় লেগে যাবেন এমনভাবে তা কি ভাবতে পেরেছিল।

ছোটলাল দুপুরে একবার এসো মধু ভগবান মাইতির বাড়িতে। কেউ কেউ ভয় পেয়ে এখানে ওখানে চলে যাচ্ছে, এটা ঠেকাতে হবে। পরামর্শ করা দরকার।

মধু মোর সাথে পরামর্শ !

ছোটলাল সবার সাথেই পরামর্শ দরকার। আচ্ছা আমি যাই, সময় নেই।

ছোটলাল চলে যায়।

মধু তুই সেজেগুজে চলেছিস কোথা মাখন ?

মাখন শ্বশুরবাড়ি।

মধু বটে ? বউ ডেকেছে বুঝি ?

মাখন জরুরি ডাক, হুকুম একদম। আজ গিয়ে নিয়ে না এলে একলা চলে আসবে। ওর বাপ ভাই আসতে দিতে চায় না, পৌঁছেও দিয়ে যাবে না। এ গাঁয়ে আসতে ওদের ডর লাগে। কি করি, আনতে যাচ্ছি।

রামঠাকুর তুমিও দেবে নাকি কিছু দক্ষিণা ?

মাখন আজ্ঞে না ঠাকুরমশায়। শুভযাত্রা করছি না, মোর এটা অযাত্রা।

রামঠাকুর না বাবা, না। এটা শুভ যাত্রাই তোমার। লোকে পালাচ্ছে গাঁ ছেড়ে, বউ ছেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে, তুমি এ সময় আনতে চলেছ বউকে ! বিনা দক্ষিণাতেই তোমায় আশীর্বাদ করছি, সবার চেয়ে তোমার যাত্রা শুভ হোক।

মাখন তুই কবে পালাচ্ছিস মধু ?

মধু আমি পালাব ?

মাখন শম্ভু মেয়ে নিয়ে যাচ্ছে আজ। তুই যাবি না ?

মধু শম্ভু মেয়ে নিয়ে চুলোয় গেলে মোকেও যেতে হবে ?

মাখন ও বাবা ! বলিস কি রে ?

রামঠাকুর শম্ভু ওর দাদনের টাকা ফেরত দিয়েছে, সঙ্গে গেল না বলে। নকুড়ের কাছ থেকে ধার করে দিয়েছে অবশ্য।

মাখন বলিস কি রে ! তুই যে অবাক করে দিলি !

রামঠাকুর অবাক তোমরা দুজনেই করেছ বাপু। তুমি যাচ্ছ বউকে আনতে, ও যাবে না বলে ছেড়ে দিচ্ছে হবু বউকে ! হা হা হা ! যৌবনের লক্ষণ এই। শাস্ত্রে বলেছে, যৌবন—অগ্নি তাপেন উষ্ণ ভবতি শোণিত। এ কিন্তু আমার শাস্ত্র বাপুসকল, ধোঁকা দেব না তোমাদের, মুখ্যু সুখ্যু সরল মানুষ তোমরা। শাস্ত্রটাস্ত্র পাঠ করা হয়নি বাপু আমার, দুটো মুখস্ত মন্ত্র বলতে পারি বসে।

জোরে হাসতে হাসতে রামঠাকুরের প্রস্থান।

মাখন বেশ লোক ঠাকুরমশায়। ওঁর বড়ো ভাইটা ছিলেন পয়লা নম্বর ভণ্ড তপস্বী।

মধু বাবুলাল আর ছোটোবাবু যেমন।

মাখন কিন্তু মধু, এ কাজটা কি ঠিক হলো তোর ?

মধু কোন কাজটা ?

মাখন ভূষণের হাতে ছেড়ে দিলি পদিকে ? শম্ভুকে বিপদে ফেলে পদিকে ও হাত করবে নির্ঘাত। আষ্টেপিষ্টে বেঁধেছে শম্ভুকে।

মধু আমি কী করব ভাই। সবাইকে বারণ করছি গাঁ ছেড়ে যেতে, জোর গলায় বলেছি গাঁয়ের সবাই পালালেও আমি পালাব না, মা বোনকে পাঠাব না। নিজেই পালাব এখন ? মরলেও তা পারব না।

মাখন এমনি যদি হানা দিতে থাকে ?

মধু তা হলেও পালাব না। আর ও যদির হিসেব ধরলে কি কূল কিনারা পাব ভাই ? ছোটোবাবু বলেন, যদি নাগিয়ে সব কিছু ঘটানো যায়, সব কিছু বাতিল করা যায়। বুঝে শুনে তলিয়ে বিচার করে দেখতে হবে সব কথা। আমার মনে বড়ো লেগেছে কথাটা। পালাব কোথায় ? সমুদ্দুর ডিঙিয়ে যদি যেতে পারতাম অন্য দেশে তবে নয় কথা ছিল।

মাখন আমিও তাই ভেবে আনতে যাচ্ছি বউটাকে।

মধু ভালো করেছিস। মা বোনকে মামাবাড়ি পাঠাবার কথাটাও কানে তুলিনি আমি। একজনকে ভয় পেতে দেখলে দশজনে ভয় পায়। একজনের সাহস দেখলে দশজনে সাহস পায়।

মাখন কী কাণ্ডটাই চলছে দেশ জুড়ে।

মধু দেশ জুড়ে আর কই চলল ভাই। দেশ জুড়ে চললে কি আর ভাবনার কিছু থাকত, একদিনে সব ভয় ভাবনা চুকে যেত। ছোটোবাবু গোড়ায় এসে তাই বলেছিলেন। তখন ভালো রকম বিশ্বাস করিনি কথাটা। এখন সবাই জানছি এ শুধু মোদের এলাকা। ছোটো এলাকা পেয়েছে বলেই না বেড়াজালে ঘিরে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেয়েছে, যা খুশি করছে। এ এলাকার বাইরের মানুষ নাকি জানেও না কী হচ্ছে এখানে। লোকের মুখে দু-চার জন মাত্তর কিছু কিছু শুনছে।

মাখন শুনছি, কটা গাঁয়ের ধারে কাছে যেতে নাকি ভরসা পায় না। ভাবলে হাতুড়ি ঠুকতে হাতে যেন জোর বাড়ে।

মধু কী তেজ, বুকের পাটা, ভাবলে বুক ফুলে ওঠে সত্যি। আবার যখন ভাবি, কটা মোটে গাঁ, তখন দুঃখ হয়। যেমন বন্যা, তেমনই বাঁধ না হলে কি ঠেকানো যায়। বাঁধ বন্যায় ভেসে যায়। তবে সময় আসবে, বাঁধ আমরা বেঁধে তুলব। সবাই মিলে হাত লাগাব। সময় আসুক।

মাখন সময় কবে আসবে ভাবি।

মধু আসবে, আসবে। এমনই অবস্থা কি চলতে পারে। সবাই একজোট হবে, হেথা সেথা ছাড়া ছাড়া ভাবে নয়, সব ঠাঁয়ে। সে আয়োজন হয়নি বলে তো মুশকিল হল মোদের।

ব্যস্তভাবে কাদের, আমিরুদ্দীন ও আজিজের প্রবেশ। তিনজনেই চাষি শ্রেণির লোক। কাদের মাঝবয়সি, আমিরুদ্দীন বৃদ্ধ, আজিজ যুবক। আজিজের গায়ে পিরান।

কাদের এই যে মধু ভাই। তোমায় খুঁজছিলাম।

মধু কী ব্যাপার কাদের ভাই ? টাকাটার জন্য ?

কাদের হাঁ। মধু ভাই, মোর টাকাটা দাও। তাড়াতাড়ি দাও।

মধু দিচ্ছি। দেব যখন বলেছি, টাকা নিশ্চয় দেব।

কাদের কেউ দিচ্ছে না ভাই। নগদ টাকাটা কেউ হাতছাড়া করতে চায় না। নালিশের ভয় দেখালে বলে, করো নালিশ। কোথা নালিশ করব, কার কাছে ! যদি বা করি, নালিশ করে, ডিক্রি হতে কত সময় যাবে, ছমাস বছর বাদে মামলার খরচ সুদ্ধ তিনগুণ দিতে সবাই রাজি, এখন একটি পয়সা দিতে চায় না। আল্লা, আল্লা ! কি দুর্দিন, কি দুর্দিন !

মধু কোমরে বাঁধা গেঁজিয়া থেকে ছটি টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা বার করল। শত্তুর টাকা মাটিতে এতক্ষণ পড়েছিল, টাকাটা তুলে গেঁজিয়ায় ভরতে গিয়ে কোমরে গুঁজে রাখল। কাদেরকে তার পাওনা দিল।

মধু এই যে তোমার ছটাকা ছআনা।

কাদের তুমি লোক ভালো তাই চাওয়া মাত্র পেলাম। দে মশায়ের কাছে দশ মন চালের দাম এক মাসের চেষ্টায় আদায় হল না ভাই। বলেন, আরও দশ মন চাল দিয়ে একসাথে দাম নিয়ে যাবে। আরও দশ মন চাল দিলে খাব কী ! চালের দাম কত বেড়ে গেছে, উনি কিনবেন সেই আগের দামে। আল্লা, আল্লা ! কি দুর্দিন, কি দুর্দিন !

মধু দুর্দিন তো বটেই। কেটে যাবে দুর্দিন। খারাপ সময় চিরকাল থাকে না।

আমিরুদ্দীন আলাপ শুরু করলে কাদের মিঞা ? যেতে হবে না ?

মধু তোমরা এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন ?

আমিরুদ্দীন আমরা আজ চলে যাচ্ছি।

কাদের ব্যস্ত হব না মধু ? বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ঘর সংসার গুটিয়ে যাওয়ার হাঙ্গামা কি সহজ ! কোন দিকে যাই কী করি ভেবে দিশেহারা হয়ে গেলাম। একটা গোরুর গাড়ি মিলল না। একবেলার রাস্তা কদমসাই, চার টাকা কবুল করে গাড়ি পেলাম না। মেয়েদের হাঁটা ছাড়া উপায় নাই। আল্লা আল্লা ! কি দুর্দিন, কি দুর্দিন !

মধু নাই বা গেলে কাদের ?

কাদের মরতে বলো নাকি তুমি ?

আমিরুদ্দীন শুধু কি মরব ? মোদের জান নেবে, মেয়েদের বেইজ্জত করবে।

কাদের কীসের ভরসায় থাকি বলো ?

ছোটলাল কীসের ভরসায় যাচ্ছ ? কদমসাই গেলে কি জান বাঁচবে, মেয়েদের ইজ্জত বজায় থাকবে কাদের ? কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে তোমাদের মেয়ে বউ যেখানে হেঁটে যাবে, ওরা সেখানে যেতে পারবে না ? সেখানে বিপদ তোমাদের বেশি হবে। আত্মীয়বন্ধু, গাঁয়ের চেনা লোক, সেখানে তোমাদের কেউ সহায় থাকবে না। বিপদ হলে সেখানে তোমাদের কে দেখবে ভেবে দেখেছ ? তার চেয়ে নিজের গাঁয়ে থাকাই তো ঢের ভালো। বিপদে আপদে গাঁয়ের দশটা লোক ছুটে আসবে।

কাদের কে আসবে ? সবাই পালাচ্ছে। মানপুরে হানা দেওয়ায় সবাই ডরিয়েছিল। ছোটোবাবু ভরসা দিয়ে থাকতে বললেন, শুনে সবার বুকে একটু সাহস জাগল। অনেকে পালাবে ঠিক করেছিল, তারা যাওয়া বাতিল করে দিল। এবার সবাই খবর পেয়েছে ছোটোবাবুরা নিজেরাই পালাচ্ছে। শুনে ফের সবাই ভয় পেয়ে গেছে।

মাখন ও মধু মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

মধু ছোটোবাবু পালাবেন না কাদের ভাই।

কাদের [*সন্দিগ্ধভাবে*] পালাবেন না ? তবে যে শুনলাম আজ ছোটোবাবুরা সব পালাচ্ছেন ?

মধু আজ বাবুলালবাবু চলে গেছেন। ছোটোবাবু যাবেন না।

আমিরুদ্দীন ছোটোবাবু একা থাকবেন। একা থাকতে ডর কীসের। যখন খুশি যেতে পারবেন। ডর তো বাচ্চা-কাচ্চা মেয়েদের জন্য।

মধু একা নয় ভাই, তিনিও বাচ্চা নিয়ে, বউ আর বোনকে নিয়ে থাকছেন। ওকে শাপ দিতে দিতে চলে গেছে বাবুলাল। ওই যে ছোটোবাবু ফিরছেন—ওঁকেই জিগ্যেস করো। ছোটোবাবু ! শুনবেন একবার ?

ছোটলাল এল।

ছোটলাল কি মধু ? তোমাদের খবর ভালো ?

আজিজ ছালাম ছোটোবাবু।

ছোটলাল ছালাম। তোমার জ্বর ছেড়েছে আজিজ ?

আজিজ ছেড়ে গেছে।

কাদের ও আমিরুদ্দীন ছালাম ছোটোবাবু। আপনিও পালাচ্ছেন শুনে মোরা ডরিয়ে গেছি। আপনার দাদা চলে গেছেন নাকি ?

ছোটলাল ছালাম, ছালাম। দাদা চলে গেছেন ভাই। অনেক চেষ্টা করলাম রাখবার জন্য, কোনো কথায় কান দিলেন না, তিনি ভীরু স্বার্থপর মানুষ। দাদার কথা তোমরা ভাবছ কেন কাদের ? এ তো তার বেড়াতে যাওয়ার শামিল। তার টাকা আছে, সহায় আছে, যেখানে যাবেন আরামে থাকবেন। লোকের কথা তো ভাবেন না, কেন থাকবেন হাঙ্গামায় ? পশ্চিমে তার বাড়ি আছে। বড়োবাবু আমার ভাই, কিন্তু আমি তোমাদের জোর করে বলছি কাদের, তিনি বিদেশি, তিনি তোমাদের গাঁয়ের লোক নন। তিনি গাঁয়ে থাকলেও তোমাদের ভরসা করার কিছু থাকত না, তিনি গাঁ ছেড়ে পালিয়েছেন বলেও তোমাদের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। গাঁয়ের এই বাড়ি তার একমাত্র ভিটে নয়, গাঁয়ের এক কাঠা জমি তিনি চাষ করেন না। তার শখ হলে তিনি হাজারবার গাঁ থেকে পালাতে পারেন। কিন্তু তোমাদের সে শখ চাপলে তো চলবে না। তোমাদের পালানো মানে নিজের গাঁ ছেড়ে, ভিটে ছেড়ে, জমিজমা ছেড়ে, গাইবাছুর ছেড়ে, আত্মীয় বন্ধু ছেড়ে বিদেশে যাওয়া। বড়োবাবু যেখানে যান, কালিয়া পোলাও খেতে পারেন। তোমরা জমি না চষলে, ফসল ঘরে না তুললে, তোমাদের খাওয়াবে কে ?

কাদের তবে সত্য কথা বলি ছোটোবাবু, অত সব হিসাব না করেও যেতে মন চায় না। রাতভোর ঘুমাইনি, ভোরে উঠে খেতের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। এত যত্নের নিড়ানো খেতে আগাছা ভরে যাবে ভাবতে গিয়ে মনটা হুহু করে উঠল। ফিরে এসে ঘরের দিকে চাইলাম, চাল বেয়ে শিশির পড়তে দেখে মনে হল বাড়িটা যেন কাঁদছে। কিন্তু কী করি, সবাই পালাচ্ছে দেখে ভয় লাগে।

ছোটলাল সবাই পালাবে না কাদের। তুমি যদি না পালাও, সবাই পালাবে না। অন্যকে পালাতে দেখে তুমি যেমন ঝোঁকের মাথায় পালাতে চাইছ, তেমনি তোমাকে পালাতে দেখে অন্য আর একজনের পালাবার তাগিদ জাগবে। কিন্তু তুমি যদি না পালাও, তোমার দেখাদেখি অন্য দশজনও পালাবে না। মধু পালাবে না কাদের।

কাদের পালাবে না ?

ছোটলাল না। শম্ভু ওকে সঙ্গে নেবার জন্য কত চেষ্টা করেছে, বলেছে, ও যদি সঙ্গে যায় সেখানে গিয়েই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে, পনেরো টাকা অর্ধেক নেবে না। মধু যেতে রাজি হয়নি।

কাদের তবে কি যাব না ছোটোবাবু ?

ছোটলাল কেন যাবে বাড়ি ফিরে যাও, আমি আর মধু তোমাদের পাড়ায় যাচ্ছি। অন্য সকলকে বুঝিয়ে ঠেকাতে হবে। সবাইকে বলো গিয়ে, যত গাঁ আছে সব গাঁ ছেড়ে লোক যদি পালাতে আরম্ভ করে, কী অবস্থা হবে ভাব দেখি ? তুমি সবাইকে বুঝিয়ে বলো গিয়ে কাদের, ভয় পেলে চলবে না। আমরা আসছি। গাঁ ছেড়ে কেউ যাতে না পালায় তার ব্যবস্থা করতেই হবে কাদের।

কাদের আচ্ছা ছোটোবাবু। ছালাম। টাকাটা তুমি তবে ফেরত নাও মধু ভাই। না যদি যাই আজ টাকা না পেলেও চলবে। তোমার সুবিধা মতো দিয়ো।

মধু না, টাকা নিয়েই যাও। আজ হোক কাল হোক তোমার পাওনা মিটিয়ে তো দিতেই হবে।

কাদের সবাই যদি তোমার মতো পাওনা মিটিয়ে দিত, তবে ভাবনা কি ছিল।

আমিরুদ্দীন ছোটোবাবু দুটো কথা বললেন, অমনি তোমার মন ঘুরে গেল কাদের মিঞা ?

কাদের ছোটোবাবু ঠিক কথা বলছেন।

আমিরুদ্দীন জীবন ভোর যাদের কথা শুনে কাটল, আজ তাদের কথা হল বেঠিক। নিজের কাজ বাগাতে ছোটোবাবু যা বোঝালেন তাই হল ঠিক।

আজিজ ছোটোবাবুর কথা আমারও মনে লেগেছে বাপজান।

আমিরুদ্দীন চুপ থাক। ও সব ছেলেমানুষি কথা তোর মতো ছেলেমানুষের মনেই লাগে। কাদের যাক বা না যাক, আমি যাব ছোটোবাবু আজিজকে নিয়ে। তিন তিনটে জোয়ান ছেলেকে আল্লা ডেকে নিয়েছেন, আমার আর কেউ নাই। একটা ছেলে যদি তিনি রেয়াত করেছেন, এই বিপদের মধ্যে ওকে আমি রাখব না।

ছোটলাল যেখানে যাবে সেখানে বিপদ নেই আমিরুদ্দীন ?

আমিরুদ্দীন বিপদ তো চারিদিকে ছোটোবাবু। এখানের চেয়ে সেখানে তবু বিপদ কম। চল আজিজ, আমরা যাই।

আজিজ তুমি আগাও বাপজান, আমি আসছি। ছোটোবাবুর সঙ্গে দুটো কথা কয়ে যাই।

আমিরুদ্দীন ছোটোবাবুর সঙ্গে তোর কীসের কথা ? চটপট সব সেরে নিয়ে যেতে হবে না ? কত পথ হাঁটতে হবে খেয়াল আছে ?

আজিজ যেতে মন চায় না বাপজান। এক কাজ করা যাক। আজ না গিয়ে দুদিন বাদে যাব।

আমিরুদ্দীন ছোটোবাবু তোর মাথাও বিগড়ে দিয়েছে ? চল, চল শিগগির চল এখান থেকে।

আজিজ রসুলদের খবরটা জেনে আসি।

আমিরুদ্দীনকে কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে চলে গেল।

আমিরুদ্দীন আরে আজিজ। কোথা যাস ? বদ মতলব করবি তো মেরে তোকে লাশ বানিয়ে দেব। ফিরে আয়। ফিরে আয় বলছি ! নাঃ, ছোঁড়া পালিয়ে গেল। সারাদিন হয়তো ঘরে ফিরবে না। আজ আর যাওয়া হবে না। আপনি যত নষ্টের গোড়া ছোটোবাবু।

কাদের আঃ ! কী বলো মিঞা ?

আমিরুদ্দীন বলব না ? ছেলেটার মাথা খারাপ করে দিলেন ! নিজের কাজ নাই, পেছনে লেগেছেন আমাদের।

আমিরুদ্দীন দ্রুতপদে আজিজের উদ্দেশ্যে চলে গেল।

কাদের ছেলে ছেলে করে লোকটা পাগল ছোটোবাবু। জোয়ান জোয়ান তিনটে ছেলে মরে গেল, শেষ বয়সের এই ছেলেটাকে নিয়ে কী করবে ভেবে পায় না।

ছোটলাল ওরকম হয় কাদের, স্নেহে অনেক সময় মানুষ অন্ধ হয়ে যায়।

কাদের ওর ভয় দেখে আরও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ছোটোবাবু। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হল। আমাদের পাড়ায় আসবেন নাকি ?

ছোটলাল তুমি যাও, আমরা আসছি।

কাদের ছালাম, ছোটোবাবু। আল্লা, আল্লা ! কি দুর্দিন, কি দুর্দিন !

কাদের চলে গেল।

ছোটলাল আমি জানতাম মধু। আমি জানতাম, দাদার জন্য এ কাণ্ড হবে। যারা কোনোমতে বুক বেঁধে ছিল, তারা ভয় পেয়ে পালাতে আরম্ভ করবে। দাদার হাতে পায়ে ধরতে শুধু বাকি রেখেছি।

মধু আপনি যে আছেন তাতে লোকে অনেকটা ভরসা পাবে। আপনার জন্য কাদের যাওয়া বন্ধ করল।

ছোটলাল আমি একা কী করব ? এ তো একজনের কাজ নয়। সকলে মিলে একসঙ্গে চেষ্টা না করলে কিছুই করা যাবে না। এইসব সরল অশিক্ষিত লোক দুর্দিনে কর্তব্যের নির্দেশ পাবার জন্য যাদের মুখ চেয়ে থাকে, এ দেশের যারা শিক্ষিত ভদ্রলোক, তাদের ভেতরটা পচে গেছে মধু। পুরুষানুক্রমে এ দেশে তারা জন্মে আসছে, অথচ দেশের সঙ্গে তাদের কোনো যোগ নেই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ছোটলালদের বাড়ির সদরের ঘর। পুরানো পাকা একতলা বাড়ি, প্রাচীনত্বের ছাপ জানালা দরজা দেওয়াল সর্বত্রই চোখে পড়ে। দেওয়ালে কয়েকখানা বিবর্ণ তৈলচিত্র। ঘরখানা বড়ো। একদিকে জোড়া দেওয়া তিনটি বড়ো বড়ো তক্তপোশ মস্ত ফরাশপাতা, অপরদিকে একটি সাধারণ কাঠের টেবিল এবং তিনটে কাঠের ভারী চেয়ার।

এখন অপরাহ্ণ। পশ্চিমের জানালা দিয়ে হেলানো রোদ এসে পড়েছে ফরাশে। পরিশ্রান্ত ছোটলাল একটা মোটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আছে, ফরাশের একধারে বসে রামঠাকুর হুঁকো টানছেন।

রামঠাকুর চুরুট বলো, সিগারেট বলো, তামাকের কাছে কিছু নয়। শ্রান্তি দূর করতে তামাক অদ্বিতীয়। এই যে সারাটা দিন দুজনের ছুটোছুটি গেল এ গাঁ থেকে ও গাঁয়ে এ হাট থেকে ও হাটে, দুজনেই আমরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, কি বলো বাবা ?

ছোটলাল সে আর বলতে হবে কেন ?

রামঠাকুর তুমি আধ শোয়া হয়ে বিশ্রাম করছ, আমি বসে বসে তামাক টানছি। পাঁচমিনিট তামাক টেনে আমি চাঙ্গা হয়ে উঠলাম, তুমি এখনও ঝিমুচ্ছ। তামাক ধরো বাবা, তামাক ধরো। এমন জিনিস নেই।

সুবর্ণ ও সুভদ্রা ঘরে এল বাড়ির ভেতর থেকে। দুজনে তারা প্রায় সবয়সি। সুবর্ণ একটু রোগা, তার বুকে কাঁথা জড়ানো শিশু। সুভদ্রার স্বাস্থ্য চমৎকার, দেহের গড়ন অসাধারণ। তার মুখেও শ্রান্তির ভাব সুস্পষ্ট।

সুবর্ণ বারোটা বেজেছে তোমার ?

সুভদ্রা সত্যি দাদা, কোন ভোরে বেরিয়েছ, বাড়ি ফিরে এলে বেলা চারটেয়। সারাদিন নাওয়া নেই খাওয়া নেই ঘুরে বেড়াচ্ছ, আবার রাতও জাগবে। কী আরম্ভ করে দিয়েছ বলো তো ?

ছোটলাল নাওয়া নেই খাওয়া নেই তোকে কে বলল ? রতনপুরের বড়ো দিঘিতে নেয়ে দই চিড়ে দিয়ে ফলার করেছি ঠাকুরমশায়ের সঙ্গে। সুবর্ণ যে অতগুলো কাঁচাগোল্লা দিয়েছিল সঙ্গে, তাও খেয়ে শেষ করেছি।

সুবর্ণ সুভদ্রা বহুক্ষণ ফিরেছে। প্রায় দশ মিনিট হবে। কি তারও দু এক মিনিট বেশি। ঘড়ি তোমাদের ভাইবোনের সমান কদমেই চলছে। এসে চা খেয়েছে, এইবার নেয়ে ভাত খাবে। সন্ধ্যার আগে নাওয়া খাওয়া চুকিয়ে ফেলতে পারবে মনে হয়। অবশ্য এর মধ্যে যদি আবার বেরিয়ে না যেতে হয়।

সুভদ্রা আমি আর বেরোব না। তুমিও কিন্তু আজ আর বেরোতে পাবে না দাদা।

ছোটলাল না। যদি যাই তো গাঁয়ের মধ্যেই থাকব, গাঁয়ের বাইরে যাব না। মেয়েদের ভাব কী রকম বুঝলি সুভদ্রা ?

সুভদ্রা মেয়েদের নিজস্ব কোনো ভাব নেই দাদা। পুরুষদের মনে যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, মেয়েদের মনে সাড়া জাগছে অবিকল সেইরকম। পুরুষদের ভাবনা মেয়েদের জন্য, মেয়েদের

ভাবনা পুরুষদের জন্য—ছেলেমেয়েরা কমন ফ্যাক্টর। এক বিষয়ে মেয়েদের খুব শক্ত দেখলাম। মেয়েদের ওপর অত্যাচার হবে ভেবে পুরুষদের আতঙ্ক হয়েছে, মেয়েরা বিশেষ ভয় পায়নি। কথাবার্তা শুনে যা বুঝলাম, অধিকাংশ মেয়ের বিশ্বাস, নেহাত হাবাগোবা মেয়ে না হলে অত্যাচার করার ক্ষমতা কারও হয় না। মেয়েদের নাকি দাঁত আছে, নখ আছে। মেয়েরা নাকি শিং মাছের মতো ধরতে গেলে পিছলে পালাতে পারে। ডোবার পুকুরে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে, বালিতে গর্ত খুড়ে, আর ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে মেয়েরা নাকি এমন করে লুকোতে পারে যে পাশ দিয়ে হাজার হাজার লোক চলে গেলেও তাদের একজনও টের পায় না। পুরুষের বেশ ধরে ধুলোবালি মেখে, পাগলি সেজে, গাছের পাতার রস লাগিয়ে হাতে মুখে ঘা করেও নাকি মেয়েরা আত্মরক্ষা করতে পারে। এত করেও যদি নিজেকে বাঁচানো না যায়, মরে যাওয়াটা আর এমন কি কাজ !—ছেলেখেলার ব্যাপার। দুটি ছেলেমানুষ বউ বিষ দেখলে সিন্দুর কৌটায় ভরে সব সময় আঁচলে বেঁধে রাখে। আর একজন একটা দেশি ক্ষুর ন্যাকড়ায় জড়িয়ে কোমরে গুঁজে রেখেছে।

ছোটলাল তোর নিজের মন থেকে বলতো সুভা। মরাটা কি তোর কাছেও ছেলেখেলার মতো তুচ্ছ ?

সুভদ্রা সর্বদা নয়, কিন্তু অবস্থায় তুচ্ছ বইকী। ধরো দশ পনেরোটা গুন্ডা আমায় জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তখন আর কিছু না পাই নিজের দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে হাতের আর্টারিটা কেটে ফেলবার চেষ্টা করব বইকী।

সুবর্ণ মাগো মা, কী কথাবার্তা তোমাদের ভাইবোনের ! শুনলে গাঁয়ে কাঁটা দেয়।

ছোটলাল গায়ে কাঁটা দিলে আর চলবে না, লংকা বাটা লাগার মতো গা জ্বালা করাতে হবে। তোমাকে পেলেও ওরা ছেড়ে কথা কইবে না।

সুভদ্রা তুমি যে রকম সুন্দরী, তোমাকেই বরং আগে ধরবে বউদি। তবে তোমার ভাগ্যে হয়তো ওপরওলা জুটতে পারে। আমায় টানাটানি করবে বাজে লোকে।

সুবর্ণ আঃ কী যে করো তোমরা ! আমার সামনে এ সব বীভৎস আলোচনা কোরো না।

ছোটলাল চোখ কান বুজে থাকলে আর চলবে না সুবর্ণ। কী হচ্ছে আর কী হবে জেনে বুঝে নিজেদের বাঁচবার উপায় আগে থেকে ভেবে ঠিক করে রাখতে হবে। পাগলা কুকুর কামড়াবেই, গাছে চড়াটা শিখে রাখা দরকার।

সুবর্ণ কেন, লাঠি।

ছোটলাল লাঠি কই ? খালি হাতে চাপড় মারলে আরও হন্যে হয়ে বেশি কামড়াবে। হয় তাড়াতে হবে দূর দূর করে, নয় মারতে হবে গলা টিপে। সে তো দু-দশটা গলা বা দু-দশ জোড়া হাতের কাজ নয়। সে সময়ও হয়নি এখন। মিলেমিশে গলা সাধতে হবে, হাতে জোর করতে হবে প্রথমে।

সুবর্ণ সে কত কাল ?

ছোটলাল যত কাল দরকার হয়। পাঁচ বছর, দশ বছর, বিশ বছর। অবিলম্বে আমাদের কাজ হল ধৈর্য ধরে শান্ত থেকে সাময়িক বিপদ থেকে নিজেদের বাঁচানো। কিছুদিন দরকার হলে তাই গাছে চড়তে হবে। পাগলা কুকুরকে কামড়াবার সুযোগ দিয়ে তো লাভ নেই। কি বীভৎস কাণ্ড চারিদিকে জানো না তো।

সুভদ্রা জানে না ! বউদি সব জানে দাদা, সব বোঝে। ওর কথা শুনো না। কিছু যে জানতে চায় না বুঝতে চায় না বলে সব ওর ঢং। সেই যে চটি বইটা এনে দিয়েছিলে আমায়

পড়তে, কাল সন্দেবেলা লুকিয়ে উনি সেটা পড়ছিলেন। আমি হঠাৎ গিয়ে দেখি, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে, মুখ লাল, চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। বাচ্চাটা কাঁদছিল, খেয়ালও নেই। আমি যে তুলে আনলাম বাচ্চাকে, তাও টের পায়নি। একটু পরে আবার গিয়ে দেখি বইটা পড়ে আছে কোলের ওপর, দুই চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

সুবর্ণ ঘুমিয়েছে এতক্ষণে। শুইয়ে দিতে গেলাম। ভাতটাত যদি দয়া করে খান আপনারা, একটু তাড়াতাড়ি আসবেন কি ভেতরে ? আর যদি বক্তৃতায় পেট ভরে গিয়ে থাকে তবে অবিশ্যি—

বলতে বলতে সুবর্ণ ভেতরে চলে গেল।

সুভদ্রা আমিও যাই গা ধুয়ে ফেলি। তুমি আসবে না দাদা ? ঠাকুরমশায় দুটি ভাত খাবেন তো ? কেউ জানবে না অব্রাহ্মণের রান্না খেয়েছেন।

রামঠাকুর দুপুরে পেট ভরে খেয়েছি মা, অবেলায় আর খাব না। রাতে খাইয়ো। তুমিও এখন আর ভাত না খেলে বাবা।

ছোটলাল খিদে থাকলে তো খাব। ওরা বোধ হয় আসছে সবাই নকুড়কে নিয়ে।

সুভদ্রা নকুড়কে কেন ?

ছোটলাল বড়ো গোলমাল আরম্ভ করেছে লোকটা। অনেক চাল আর কেরোসিন ছিল, সব লুকিয়ে ফেলেছে। বিক্রি করছে চুপিচুপি, দশ গুণ দামে। এমন চালাক, বলছে যে হানা দিতে এসে ওর সব মাল নিয়ে চলে গেছে। সেটা অসম্ভব নয়, গাড়ি বোঝাই দিয়ে মালপত্তর অন্য গাঁ থেকে লুটে নিয়েছে শুনছি, কিন্তু এ গাঁ থেকে কিছু নেয়নি জানা কথা। নকুড় ওই ছুতো খাটাচ্ছে।

সুভদ্রা ব্যাটাকে পিটিয়ে দিয়ো আচ্ছা করে।

ছোটলাল পেটালে কি কাজ হয়। বরং গাঁয়ের লোক সবাই মিলে না ছিঁড়ে ফেলে, তাই সামলাতে হচ্ছে। বুঝিয়ে দেখতে হবে।

সুভদ্রা বুঝবে কী ? ও সব লোক বড়ো অবুঝ।

মধু, মাখন, আজিজ, কাদের ও অন্যান্য গ্রামবাসীর সঙ্গে নকুড়ের প্রবেশ। নকুড়ের মুখখানা গোলগাল তেলতেলা, বোকা ভালো মানুষের মতো চেহারা।

নকুড় প্রাতঃপ্রণাম ঠাকুরমশায়। অবেলায় হঠাৎ আমাকে স্মরণ করলেন কেন ছোটোবাবু ?

ছোটলাল বলছি। বোসো।

অনেক তফাতে ফরাশের একপাশে নকুড় সন্তর্পণে উপবেশন করলে।

তোমার কাছে আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে নকুড়।

নকুড় অনুরোধ ছোটোবাবু ? আপনি হুকুম করবেন।

ছোটলাল তোমার লুকোনো চাল আর কেরোসিন বার করে ফেলতে হবে নকুড়। গাঁয়ের লোক লণ্ঠন জ্বালাতে পারেনি। প্রদীপ জ্বেলে কোনোমতে চালিয়ে দিয়েছে। যা বাতাস ছিল কাল, প্রদীপ নিয়ে এ ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়া যেতে পারেনি। আমার একটা লণ্ঠন জ্বলেছিল, তাও দশটা বাজতে না বাজতে নিভে গেল।

নকুড় লুকোনো কেরোসিন কোথায় পাব ছোটোবাবু ! এক টিন দু-টিন যা আনতাম সদর থেকে, তাই কিছু কিছু বেচছি। চালান বন্ধ, সব বন্ধ, মাল পাব কোথা। আপনি যদি বলেন এক বোতল নয় পাঠিয়ে দেব আপনাকে, নিজের জন্য রেখেছিলাম।

ছোটলাল কেবল আমাকে দিলে তো চলবে না নকুড়। কেরোসিন তোমার ঢের আছে আমি জানি। পাঁচ সাতটা গাঁয়ের লোকের তিন চারমাস চলে এত কেরোসিন তুমি লুকিয়ে রেখেছ।

নকুড় কে যে আমার নামে এ সব কথা রটাচ্ছে জানি না, ভগবান তার ভালো করুন। তন্ন তন্ন করে তল্লাশ করে তো এক ফোঁটা কেরোসিন পেলেন না।

ছোটলাল খুঁজে পাইনি বলেই তো তোমায় আমি ডাকিয়েছি। আমি জানি, কেরোসিন তোমার আছে, কোথায় আছে তাই শুধু জানি না। টাকা তো অনেক করেছ ভাই, এই দুর্দিনে লোকের কষ্ট বাড়িয়ে আর টাকা নাইবা করলে ? কত টাকাই বা হবে ! ভয়ে লোকে, এমনিতেই গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছে, কত যে দুর্দশা ভোগ করছে তার হিসাব নেই। তার ওপর তুমি যদি লোকের অসুবিধে বাড়িয়ে দাও, গাঁয়ে বাস করা অসম্ভব করে তোলো, আরও বহু লোকে পালাবে। অনেকে যাই যাই করেও ঘরবাড়ির মায়া কাটাতে পারছে না, একটা বাস্তব উপলক্ষ পেলেই তাদের মন যাওয়ার দিকে ঝুঁকবে। তুমি সেই উপলক্ষ জুগিয়ো না নকুড়।

নকুড় আপনি আমায় মিছামিছি দুষছেন ছোটোবাবু। কেরোসিন লুকিয়ে রেখেছি বলছেন, একটা লুকোনো টিন বার করে আমায় ধরে এনে জুতো মারুন, জেলে দিন, কথাটি কইব না।

ছোটলাল যারা শুনতে চায়, তাদের এ সব কথা শুনিয়ে খুড়ো। অপরাধ প্রমাণ করে শাস্তি দেবার জন্য তোমায় আমরা ডাকিনি। দশজনের মঙ্গলের জন্য দশজনের হয়ে আমি তোমায় অনুরোধ জানাচ্ছি। দান করলে লোকের পুণ্য হয়। তোমাকে দান করতে হবে না। লুকোনো মাল তুমি উচিত দামে ছেড়ে দাও, দানের চেয়ে তোমার বেশি পুণ্য হবে।

নকড লুকোনো মাল ! লুকোনো মাল ! বারবার এই এক কথাই বলছেন। কোথায় আমার লুকোনো মাল ? কী মাল ? কার কাছে মাল কিনেছি ? চালের বস্তা আর কেরোসিনের টিন কি আকাশ থেকে আমার উঠোনে পড়েছে, না মাটি ভেদ করে উঠেছে ? আমার কি হাজার বস্তা চাল আর হাজার টিন কেরোসিনের ব্যাবসা যে অত চাল আর তেল লুকিয়ে ফেলতে পারব ? আমি চিরদিন ছুটকো ব্যাপারি—দু-চার বস্তা আনি, দু-চার টিন তেল কিনি, তাই খুচরো বিক্রি করি। যে পরিমাণ চাল আর তেলের কথা বলছেন, কিনবার মতো টাকাই আমার নেই।

ছোটলাল তুমি কি একদিনে কিনেছ খুড়ো, অনেকদিন থেকে সঞ্চয় করেছ। বড়ো বড়ো চালান এনেছ, সিকি ভাগও বাজারে ছাড়নি। তোমার ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের প্রশংসা করি খুড়ো, কিন্তু মনুষ্যত্ব একটু দেখাও ? তোমার তো ক্ষতি কিছু নেই। লাভ তোমার থাকবেই। অতিরিক্ত লোভটা শুধু তোমায় ত্যাগ করতে বলছি।

নকুড় বলছেন তো অনেক কথাই ছোটোবাবু—আমি অমানুষ, মিথ্যাবাদী, মহাপাপী, লোভী, বলতে আর ছাড়লেন কই ! লাভের কথা বলছেন, এ বাজারে চাল ডাল তেল নুন বেচে কি লাভ করার উপায় আছে ছোটোবাবু ? লোকসান দিয়ে শুধু কোনোমতে টিকে থাকা।

ছোটলাল ও তোমার লোকসান যাচ্ছে ! কোনোমতে টিঁকে আছ !

রামঠাকুর নকুড় আমাদের ডুবে গেল ছোটুলাল। টাকায় সব জিনিসে দু-টাকা লাভ হচ্ছে না, একটাকা, দেড়টাকা, পৌনে দু-টাকার মধ্যে লাভটা থেকে যাচ্ছে। ক-মাস আগে কাদেরের কাছে তিন টাকা মন চাল কিনেছিল—ঠিক কেনেনি, বাগিয়ে নিয়েছিল, আমার চোখের সামনে সেই চাল সাত গুণ দরে বিকিয়ে দিয়েছে।

নকুড় ঠাকুরমশায়ের তামাশার আর শেষ নেই।

রামঠাকুর আমার তামাশা নয় নকুড়। তোমার তামাশার প্রতিধ্বনি। দশটা গাঁয়ের লোকের সঙ্গে তুমি যে তামাশা জুড়েছ তাই ভাঙিয়ে দুটো কথা বলেছি আমি। তামাশার কি অন্ত আছে তোমার ! বাইরের দোকানের পিছন দিকের ঘরটাও দোকান করেছ, দু দোকানে বিক্রি করছ সামান্য যা কিছু বিক্রি না করলে চলবে না ভেবেছ, তাই। কাউকে বেচছ

বাইরের দোকানে, কাউকে বেচছ ভেতরে--একজনের বেশি দোকানে যেতে পারছে না। দাম নিচ্ছ যত খুশি—সাক্ষী থাকছে না কেউ। একে বলছ শুধু তোমায় দিলাম—ওকে বলেছ তোমায় দিলাম।

ছোটলাল কিন্তু সাক্ষী ওরা সবাই দিচ্ছে খুড়ো। এ তো আদালতের সাক্ষী দেওয়া নয়, সবাই বলছে তোমার কাণ্ডের কথা। তুমি লোকসান দিয়ে আড়ত চালাচ্ছ তাও জানতাম না খুড়ো। এবার থেকে তোমাকে যাতে আর লোকসান দিতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের।

নকুড় [*মৃদু হেসে*] আপনি কী ব্যবস্থা করবেন। এর কোনো ব্যবস্থা হয় না। যে বাজার, কেনা দামে জিনিস বেচলে লোকে নেয় না। কিছু কম দামেই সব ছাড়তে হয়।

ছোটলাল সে আমরা ঠিক করে দেব। জিনিস কিনতে চেয়ে কেউ আর তোমায় জ্বালাতন করবে না, তোমাকেও আর লোকসান দিতে হবে না।

নকুড় [*সচেতন ও সন্দিগ্ধ হয়ে*] কথাটা ঠিক বুঝলাম না ছোটোবাবু।

ছোটলাল কথা খুব সোজা খুড়ো। এ গাঁয়ের বা আশপাশের কোনো গাঁয়ের কেউ আর তোমার কাছে জিনিস কিনে তোমার ক্ষতি করবে না। এক পয়সার জিনিস কিনতেও কেউ যাতে তোমার কাছে না যায় সে ব্যবস্থা করব আমরা।

নকুড় আমায় বয়কট করাবেন ?

ছোটলাল তোমার ক্ষতি বন্ধ করব। তোমার ভালোই হবে। মাল-টাল যদি তোমার লুকোনো থাকত তাহলে অবশ্য তোমার অসুবিধে ছিল। তা যখন নেই, তোমার আর ভাবনা কি ! তোমার অজান্তে তোমার দোকানের লোক যদি কিছু মাল লুকিয়ে রেখে থাকে আশপাশে বেচতে না পেরে হয়তো অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করবে। সে জন্যে একটু কড়া পাহারার ব্যবস্থাও আমরা করে দেব। তোমার কাছে যেমন দু-এক বছরের মধ্যেও কেউ কিছু কিনতে যাবে না, পাহারাও তেমনি দু-এক বছরের মধ্যে শিথিল করা হবে না।

নকুড় এ তো শত্রুতা ছোটোবাবু।

ছোটলাল চালবাজি কথা ছেড়ে তুমি যদি সোজা ভাষায় কথা কও খুড়ো, তা হলে আমিও স্বীকার করব, এ শত্রুতা। তুমি দেশের লোকের শত্রু, তোমার সঙ্গে শত্রুতাই করব। কিন্তু এ কথাও মনে রেখো খুড়ো, শত্রুতা করতে আমরা চাই না। আমাদের শত্রু করা না করা তোমারই হাতে। লুকোনো মালগুলি ছেড়ে দাও, অন্যায় দামে কিছু বিক্রি কোরো না।

নকুড় আমার মাল নেই। যা বিক্রি করি, উচিত দামেই করি।

ছোটলাল তুমি নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছ খুড়ো। কেবল আমরা নই, আরও শত্রু তুমি সৃষ্টি করছ চারদিকে। তাদের শত্রুতা যে কি ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, তোমার সে ধারণা নেই। আমরা তোমার ক্ষতি কিছুই করব না, শুধু তোমার অন্যায় লাভের চেষ্টায় বাধা দেব। অন্য শত্রুরা তোমায় অত সহজে ছাড়বে না খুড়ো। লোকে এমনিতেই মরিয়া হয়ে উঠেছে, তার ওপর তুমি যদি এ ভাবে চাল-ডাল তেল-নুন আটকে রেখে, বেশি দামে বিক্রি করে, তাদের জীবন দুর্বহ করে তোলো, একদিন খেপে গিয়ে চোখে তারা অন্ধকার দেখবে। সেদিন তোমার গোলা লুট করবে, তোমার ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে, তোমায় টুকরো টুকরো করে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলবে।

নকুড় আপনার হয়তো তাই ইচ্ছা। সেই চেষ্টাই করেছেন আপনি।

ছোটলাল তাহলে আর তোমায় ডেকে এনে এ সব কথা তবে বলব কেন খুড়ো ? আমার ইচ্ছা, আমার চেষ্টার কথা এ নয়। এ হচ্ছে মানুষের মরিয়া হয়ে, হন্যে হয়ে ওঠার কথা। তুমি তাদের মরিয়া করে, হন্যে করে তুলছ। হাটবাজার, কারবার একরকম বন্ধ তা জানি, মাল চালান একরকম বন্ধ করে দিয়েছে তাও জানি, কিন্তু যা আছে তা কেন লুকিয়ে রাখছ ? আমাদের পাহারা বসার ঠিক আগে ক-রাত তোমার অনেক গাড়ি গাঁয়ে এসেছিল, আমরা জানি। কী এসেছিল তাই জানি না। তুমি ভেবে দ্যাখো, বেশি লাভের আশায় খাদ্য আটকে রাখবে, দরকারি জিনিস আটকে রাখবে, লোকে উপোস করে অসুবিধা ভোগ করে তা সয়ে যাবে, তা কি হয় খুড়ো ?

নকুড় মাল আমার নেই, কিন্তু মাল যদি থাকত, নিজের মাল নিয়ে যা খুশি করার অধিকার আমার থাকত না ছোটোবাবু ? ন্যায্য অধিকার, আইনের অধিকার ? আমার পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস খুশি হলে বেচব, খুশি না হলে বেচব না। যত খুশি দাম চাইব। কিনবার জন্য কারও পায়ে ধরে তো সাধিনি আমি।

ছোটলাল সেধেছ বইকী খুড়ো। এখনও সাধছ ! নইলে কেউ তোমার কাছে কিছু কিনতে যাবে না শুনে টনক নড়ে গেল কেন ?

নকুড় টনক আমার অত সহজে নড়ে না ছোটোবাবু। আমি বলছি ন্যায়-অন্যায়, উচিত অনুচিতের কথা। আমি কারও ধার ধারি না, কারও চুরি করিনি। আমার পেছনে লাগবেন না ছোটোবাবু।

মধু আর সয় না ছোটোবাবু। দে মশায়ের সঙ্গে কথা কয়ে আপনি পেরে উঠবেন না। ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিতের কথা নিয়ে মুখে অত খই ফুটিয়ো না খুড়ো। নিজের পাতে ঝোল টানা সবাই উচিত মনে করে। তোমার নিজের মাল নিয়ে যা খুশি করার অধিকারের কথা বলছ, সবাই সব বিষয়ে অমনি অধিকার খাটালে তোমায় অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ ? এক বিষয়েই বলি। টাকা জমিয়েছ এক কাঁড়ি, একটা পুকুরও কাটাওনি বাড়িতে। অন্যের পুকুরের জল খাও। যার পুকুর সে যদি আজ তোমায় বলে, আমার পুকুরের জল নিয়ো না ? যদি বলে এক কলসি জলের দাম দশ টাকা, খুশি হলে নিয়ো, খুশি না হলে নিয়ো না, নেওয়ার জন্য তোমার পায়ে ধরে সাধিনি ? তখন তুমি কি করবে শুনি খুড়ো ?

নকুড় তোর কাছে বসে আবোল-তাবোল কথা শুনব।

মধু দে মশায় আগে তোমাকে একদিন বারণ করেছি। আমায় তুই বলা তোমার সাজে না।

নকুড় তাই নাকি মধুবাবু ? আপনাকে সম্মান করে কথা কইতে হবে ? অপরাধ নেবেন না মধুবাবু। আপনি এমন মানী লোক জানতাম না বলে অমর্যাদা করে ফেলেছি। [*উঠে দাঁড়িয়ে*] আমাকে উঠতে হল ছোটোবাবু ! দু-দণ্ড বসে কথা কইবার সময় নেই। কাল ভোর ভোর নন্দপুর যাব। তার আবার হাঙ্গামা অনেক। শম্ভু দাসের মেয়ের সঙ্গে কাল আমার বিয়ে ছোটোবাবু।

ছোটলাল তাই নাকি। নন্দপুর যেতে না যেতে এত তাড়াতাড়ি কেন ?

নকুড় চুকিয়ে ফেলাই ভালো। যে দিনকাল পড়েছে। আপনাকে নেমন্তন্ন করার স্পর্দা নেই ছোটোবাবু। বাবুলালবাবু স্নেহ করতেন, বাড়িতে কাজকর্ম হলে গিয়ে পায়ের ধুলো দিয়ে আসতেন। সেই ভরসাতেই আপনাকে বলা।

ছোটলাল তোমার বিয়েতে আমি যেতে পারব না নকুড়। ও রকম ভণ্ডামি করা আমার পোষাবে না।

নকুড় আমার অদেষ্ট ! তা, মধুবাবু, আপনাকেও নেমন্তন্ন করে যাই। দয়া করে যদি যান। ঠাকুরমশায়কে তো বলাই বাহুল্য। উনি পুরোহিত হয়ে সঙ্গেই যাবেন।

রামঠাকুর পুরুতগিরি আমি ছেড়ে দিয়েছি নকুড়।

নকুড় আপনিও যাবেন না ঠাকুরমশায় ! আগে যে বলে রেখেছিলেন, আপনাকে পুরুত না করলে ব্রহ্মশাপ লাগবে !

রামঠাকুর তোমার বিয়েতে মন্ত্র পড়লে ব্রহ্মশাপ আমাকেই লাগবে নকুড়।

নকুড় এ কি রকম কথা হল ? আপনাকে পুরুত ঠিক করে রেখেছি, এখন বলছেন যাবেন না !

রামঠাকুর যেতে পারব না বাপু। পুরুতগিরি করা রক্তমাংসে মিশে আছে, কাজে-কর্মে ডাক দিলে দেহেমনে ফুর্তি লেগে যায়। তোমার বিয়েতে পুরুতগিরি করার ডাক শুনে মনটা কেমন দমে গেছে, গাটা ঘিনঘিন করছে।

নকুড় পুরুত অনেক পাব।

নকুড় চলে গেল।

ছোটলাল ব্যাপারটা একটু খাপছাড়া লাগছে। অজানা অচেনা জায়গায় গিয়ে এত তাড়াতাড়ি শম্ভু মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে কেন ?

রামঠাকুর নকুড়ের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়েছে, ওর কি আর নিজের বুদ্ধিতে কিছু করবার ক্ষমতা আছে ! যা করাচ্ছে নকুড়।

ছোটলাল কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয় লোকটাকে। একদিকে যেমন ভীরু, অন্যদিকে আবার তেমনি একগুঁয়ে। আমার কি মনে হয় জানেন ঠাকুরমশায় ? টাকার চেয়ে দশটা গাঁয়ের লোককে জব্দ করার লোভটাই ওর বেশি। সেই উদ্দেশ্যে মাল লুকিয়ে রেখেছে। ভেবেছিলাম, বুঝিয়ে বললে বুঝবে। কিন্তু ওর মতিগতিই অন্যরকম। মাল ও সহজে ছাড়বে না।

রামঠাকুর তাই মনে হল। ও ভালো করেই জানে আপনি চেষ্টা করলে ওর দোকানদারি বন্ধ করে দিতে পারেন, মাল যেখানে জমিয়ে রেখেছে সেইখানেই সব পচাতে পারেন। শুনে ভড়কেও গিয়েছিল, কিন্তু নরম কিছুতে হল না। এ সব লোক একেবারে ভাঙে, মচকায় না।

ছোটলাল হয়তো অন্য কথা ভাবছে। দেখা যাক। একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। ভেবেচিন্তে সবাই পরামর্শ করে ঠিক করা যাবে। মাল না সরিয়ে ফেলে সে ব্যবস্থাটা আজ থেকে হওয়া চাই। কাদের, রসুল মিঞাকে কাল সকালে আসতে বোলো তো, মাইতি মশায়ের বাড়ি।

কাদের বলব।

ছোটলাল তোমরাও সবাই এসো। আর এক কথা—বিশেষ দরকারি কথা। নকুড়ের ওপর কোনোরকম মারধোর গালাগালি কেউ করবে না। সবাই মনে রেখো ভাই, ওরা যেন হানা দিয়ে অত্যাচার করার কোনো অজুহাত না পায়, এটা আমাদের দেখা চাই—যত রাগ হোক, যত গা জ্বালা করুক। ঝোঁকের মাথায় কেউ কিছু করব না আমরা।

ছোটলাল, রামঠাকুর, আর মধু ছাড়া সবাই কলরব করতে করতে চলে যায়।

ছোটলাল আমি ভেতর থেকে আসছি।

ছোটলাল ভেতরে যায়।

মধু যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। উঠতে বসতে স্বস্তি ছিল না।

রামঠাকুর বেশ স্বস্তি বোধ হচ্ছে নাকি তোমার ?

মধু গাঁ ছেড়ে সবাইকে ফেলে পালাবার কতবড়ো লোভটা ছিল, বামুন পণ্ডিত মানুষ আপনি, আপনি কি বুঝবেন। চব্বিশ ঘণ্টা নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করেছি ঠাকুরমশায়। খালি মনে হয়েছে, গেলেই তো হয় নন্দপুর। কার জন্য, কীসের জন্য এখানে পড়ে আছি। এবার থেকে নির্ভাবনা হলাম।

রামঠাকুর মালিকহীন বোঁচকা পড়ে থাকতে দেখলে চোরেরও ওই রকম যন্ত্রণাই হয় মধু। মালিক বোঁচকা দখল করলে চোর যেন বাঁচে।

মধু যা বলেছেন ঠাকুরমশায়।

খাবারের থালা হাতে ছোটলাল এল.

ছোটলাল তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম মধু। শিক্ষিত লোকের মন তো! সুভাকে খেতে দেখে হঠাৎ মনে পড়ল, তুমিও তো সারাদিন ঘুরেছ, তোমারও খাওয়া হয়নি। [*গলা চড়িয়ে*] জল দিয়ে যেয়ো বাইরে একগ্লাস।

জল নিয়ে সুবর্ণের প্রবেশ.

রামঠাকুর কেমন লাগছে মধু? ছোটলাল খাবারের থালা বয়ে এনে দিল, বউমা জলের গেলাস এনে দিচ্ছেন? ছোটোলোক চাষা তুমি, চিরকাল উঠোনের কোণে পাতা পেতে উবু হয়ে বসেছ, বামুন এসে খাবার ছুঁড়ে দিয়েছে পাতে। দেখিস বাবা, লুচি যেন গলায় না ঠেকে, জল খেতে যেন বিষম না লাগে। তোর আবার মন ভালো নয় আজ। আমি আজ উঠি ছোটুলাল। সন্ধেবেলা আবার দামোদরের ব্যাগার ঠেলা আছে।

ছোটলাল হ্যাঁ, আসুন। বেলা আর বেশি নেই। আপনার ছেলেকে বলবেন আজ রাত্রে তাকে পাহারা দিতে হবে না। সে যেন ভালো করে ঘুমিয়ে নেয়। আজ আরও তিনজন নাম দিয়েছে। আজিজও বলেছে কাল থেকে পাহারা দেবে। ওর বউয়ের অসুখ করেছে।

সুবর্ণ দুটো ব্যাচে পাহারা দেবার ব্যবস্থা তুলে দিলে?

ছোটলাল না, দুটো ব্যাচেই পাহারা দেবে। ওই ব্যবস্থাই ভালো, কারও সারারাত জাগতে হয় না। মোট এখন চব্বিশজন হয়েছে, এক রাতে বারোজন করে পাহারা দেবে। নটা থেকে দুটো পর্যন্ত ছজন, দুটো থেকে ভোর পর্যন্ত ছজন। ছজন করে পাহারা দিলেই চলবে, তার বেশি দরকার নেই। বাকি সকলে রেডি হয়েই ঘুমোবে।

মরার মতো ঘুমোলেও শিঙের শব্দ শুনবে বাবা। যে আওয়াজ তোমার ঠাকুর্দার ওই শিঙের! শুধু ওরা কেন, গাঁ সুদ্ধ লোক আঁতকে জেগে যাবে।

ছোটলাল সবাই ও শিঙে বাজাতে পারে না। শুনেছি, ঠাকুর্দা যখন আওয়াজ করতেন মনে হত শ-খানেক বাঘ একসঙ্গে গর্জন করছে। মধু বেশ জোরে বাজাতে পারে। ওর আওয়াজ শুনলে বোঝা যায় আরও জোরে ফুঁ দিতে পারলে কী রকম আওয়াজ হত।

রামঠাকুর কাজ নেই বাবা অত জোরে বাজিয়ে। তোমার পাহারাওয়ালারা যতটুকু জোরে বাজাতে পারবে তাতেই যথেষ্ট হবে। তোমার স্বর্গীয় ঠাকুর্দার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিঙেতে ফুঁ দেবার চেষ্টা যেন ওরা না করে বাবা, বারণ করে দিও। ওদের তাহলে সত্যি সত্যি শিঙে ফুঁকতে হবে।

রামঠাকুর যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, আমিরুদ্দীন তার গায়ে প্রায় ধাক্কা দিয়ে প্রবেশ করল। পিছনে পিছনে এল কাদের।

আমিরুদ্দীন আল্লার কিরে ছোটোবাবু, আপনি যদি এমন করে মোর পিছে লাগবে, তোমায় আমি জানে মেরে দেব।

কাদের একটু সামলে কথা বলো মিঞা। চোটপাট করো কেন?

ছোটলাল কী হয়েছে আমিরুদ্দীন ?

আমিরুদ্দীন কী হয়েছে জিগেস করছ আপনি কোন মুখে ? আমার ছেলের পেছনে আপনি লেগেছ ক্যানো শুনি ? ছেলেকে নিয়ে আমি যেথায় খুশি যাব, আপনি বারণ করছ কেন ?

ছোটলাল আমি সকলকেই গাঁ ছেড়ে পালাতে বারণ করছি, আমিরুদ্দীন।

আমিরুদ্দীন এ চলবে না ছোটোবাবু। আপনি এমনই বিগড়ে দিয়েছ, ছেলে মোর কথা শোনে না। আজিজ নাকি রাতে গাঁয়ে পাহারা দেবে ? এ সব কি মতলব আপনি দিয়েছ আজিজকে ? বাচ্চা বউ ঘরে একলা পড়ে রইবে, আজিজকে দিয়ে আপনি রাতভোর পাহারা দেওয়াবে তোমার গাঁয়ে ?

ছোটলাল গাঁ কি আমার আমিরুদ্দীন। আজিজ কি আমার বাড়ি পাহারা দেবে ? আজিজ পাহারা দেবে তার নিজের ঘরবাড়ি, নিজের বুড়ো বাপ আর বাচ্চা বউকে। একা নয়, বারোজন মিলে পাহারা দেবে, তাদের পেছনে থাকবে গাঁয়ের সব লোক। এতদিন সারারাত নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে একরাত শুধু কয়েক ঘণ্টা বাইরে এসে তোমার ছেলে পাহারা দেবে, সবার সাথে তোমরাও যাতে বাঁচো—ওর বুড়ো বাপ, ওর কচি বউ। ওরা হানা দিতে এলে আগে থেকে জানা গেলে কতটা রেহাই হয় সে তো গতবার টের পেয়েছ ? গতবার তবু ভালো ব্যবস্থা ছিল না। এবার আরও আগে আমরা জানতে পারব—মেয়েদের নিয়ে লুকোতে পারব। এ ব্যবস্থা তোমার পছন্দ হয় না আমিরুদ্দীন ?

আমিরুদ্দীন আপনার ও সব মতলব আমি বুঝি না ছোটোবাবু। এমনি করে আপনি আজিজকে গাঁয়ে আটকে রাখতে চাও। খাতায় নাম লেখালে, রাতে পাহারা দেওয়ালে, ছেলেমানুষ পেয়ে আপনি ওর দফা নিকেশ করছ। আজিজ পাহারা দেবে না ছোটোবাবু। আমি ওকে পাহারা দিতে দেব না।

ছোটলাল ছেলে তোমার আর ছেলেমানুষ নেই আমিরুদ্দীন। নিজের ভালোমন্দ বুঝবার বয়স তার হয়েছে। এতকাল নিজের মতলবে তাকে চালিয়েছ, এবার তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও ? তুমি আর কদিন বাঁচবে ! তখন কী হবে তোমার আজিজের ? মতলব পাবে কার কাছে ?

আমিরুদ্দীন [*সগর্বে*] আরও বিশ বছর বাঁচব আমি। অনেক জোয়ান মরদের চেয়ে আজও গায়ে বেশি জোর আছে ছোটোবাবু। লাঠির ঘায়ে আজও দশটা মরদকে ঘায়েল করতে পারি।

ছোটলাল মরদের মতো কথা কও তবে। ছেলেকে মেয়েলোকের আড়াল করে না রেখে তাকেও মরদ হয়ে উঠতে দাও।

আমিরুদ্দীন শোনেন ছোটোবাবু। কাল আজিজকে সাথে নিয়ে রসুলপুর যাব। আজিজকে আপনি যদি মানা করবে, ওর মাথা বিগড়ে দেবে এ কথা সে কথা বলে, আপনাকে আমি দেখে নেব। খুন করে ফাঁসি যাব।

কাদের সমঝে কথা বলো মিঞা। চোট করো কেন ?

ছোটলাল নিজের ছেলেকে এত দরদ করো, অন্যের ছেলের জন্য তোমার দরদ নেই কেন আমিরুদ্দীন ? আমায় খুন করেও ছেলেকে তুমি সামলাতে পারবে না। মরদ হবার ঝোঁক তার চেপে গেছে। মরদের কি করা উচিত সে জেনে গেছে।

কাদের ধরে বেঁধে ছেলেকে ও হয়তো নিয়ে যেতে পারবে ছোটোবাবু। আপনি বাধা দেবেন না।

ছোটলাল আমি তো জবরদস্তি কাউকে আটকাইনি কাদের। জবরদস্তি কজনকে আটকানো যায় ?

কাদের ঠিক কথা। কসুর মাপ করবেন ছোটোবাবু, আমিও ভেবেচিন্তে দেখলাম গাঁয়ে আর থাকা উচিত নয়। ওদের সাথে আমিও কাল চলে যাব। মন ঠিক করে ফেলেছি, আমাকে আর থাকতে বলবেন না।

ছোটলাল যা বলার ছিল আগে অনেকবার তোমায় বলেছি কাদের।

কাদের তাই তো আপনাকে না জানিয়ে যেতে পারলাম না। নয় তো চুপে চুপে পালিয়ে যেতাম। আপনি সব ঠিক কথাই বলেছেন। পালিয়ে যাওয়া স্রেফ বোকামি হবে। কিন্তু সবাই যদি থাকে তবে না গাঁয়ে থাকা যায়। সবাই যদি পালায় দু চারজন থেকে মুশকিলে পড়ব।

ছোটলাল [*চিন্তিতভাবে*] হঠাৎ তোমার মত বদলাবার কারণটা ঠিক বুঝতে পারছি না। সবাই তো পালায়নি কাদের। দু চারজন মোটে গেছে।

কাদের আরও যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে গাঁ খালি হয়ে যাবে। তখন হয়তো আর পালাবার ফুরসত মিলবে না। তার চেয়ে সময় থাকতে পালানোই ভালো।

ছোটলাল তাই দেখছি।

কাদের [*অপরাধীর মতো*] কসুর নেবেন না ছোটোবাবু। যেতে মন চায় না। গিয়ে কী মুশকিলে পড়ব ভাবলে ডর লাগে। কিন্তু উপায় কি বলেন ? বাঁচা তো চাই।

ছোটলাল কত চেষ্টায় সকলের ভয় অনেকটা কমানো গেছে। তোমরা গেলে আবার সকলের ভয় বেড়ে যাবে। আবার সবাই দিশেহারা হয়ে উঠবে। তোমাদের কেন যে—

আমিরুদ্দীন ওসব শুনতে চাই না ছোটোবাবু।

কাদের আর কিছু বলবেন না ছোটোবাবু।

ছোটলাল না, আর কিছু বলব না তোমাদের। রসুলপুরে তোমার কে আছে আমির ? কার কাছে যাবে ?

আমিরুদ্দীন আমার জামাই আছে, নাম খলিল। আমাদের খুব খাতির করে। আমরা গেলে বড়ো খুশি হবে ছোটোবাবু।

আজিজের প্রবেশ

আজিজ [*আমিরুদ্দীনকে*] বাড়ি এসো শিগগির। খলিল এসেছে।

আমিরুদ্দীন খলিল। খলিল কোথা থেকে এল ?

আজিজ রসুলপুর থেকে আবার কোথা থেকে ?

আমিরুদ্দীন খলিল এল কেন রসুলপুর থেকে ? আমরা তো যাব রসুলপুরে তার কাছে। আমাদের নিতে এসেছে হবে, অ্যাঁ ?

আজিজ উহুক। পালিয়ে এসেছে। বাপ দাদা সবাইকে নিয়ে।

আমিরুদ্দীন আমিনা ?

আজিজ আরে, সব চলে এল, আমিনাকে কি ফেলে রেখে আসবে ? আমিনা এসেছে, বাচ্চাকাচ্চা সব এসেছে। দুটো বাচ্চার বেদম জ্বর।

কাদের ওরা পালিয়ে এসেছে কেন ?

আজিজ মজিলপুরে ঘাটি পড়েছে মস্ত।

কাদের মজিলপুর তো দূর আছে রসুলপুর থেকে।

আজিজ দূর হলে কি হবে, সবাই আরও দূরে ভাগছে।

আজিজের সঙ্গে আমিরুদ্দীন চলে গেল।

কাদের আমি তবে কী করব ছোটোবাবু !

ছোটলাল তুমিও কি রসুলপুর যাচ্ছিলে নাকি ?

কাদের না, কিন্তু আমি যেখানে যাব সেখান থেকেও সবাই যদি পালিয়ে থাকে ! যার কাছে যাব, গিয়ে যদি দেখি সে নেই ! যদি বা থাকে, আবার দুদিন পরে ফের সেখান থেকে যদি অন্য কোথাও পালাতে হয়।

ছোটলাল তুমিই ভেবে দ্যাখো কী করবে ?

কাদের তবে কি যাব না ছোটোবাবু ?

ছোটলাল তুমিই বুঝে দ্যাখো।

কাদের ওই আমিরুদ্দীন বলে বলে মনটা বিগড়ে দিয়েছে ছোটোবাবু। ও তো আর যাবে না। আমিই বা তবে কেন যাব মিছামিছি !

ছোটলাল [*হেসে*] যেও না।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে উশখুশ করে লজ্জিতভাবে ধীরে ধীরে কাদের চলে গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

পূর্বের দৃশ্য। রামঠাকুর লিখছে। সুভদ্রা, সুবর্ণ, ছোটলাল ও মধু।

সুবর্ণ সারাদিন ঠাকুরমশায়কে দিয়ে তুমি কী অত লেখাচ্ছ বলো তো ?

ছোটলাল কতগুলি লিস্ট তৈরি করতে দিয়েছি।

সুবর্ণ কীসের লিস্ট ?

ছোটলাল গ্রাম মৈত্রী সংঘের লিস্ট। প্রত্যেকটি গ্রামকে যতদূর সম্ভব আত্মনির্ভরশীল হতে হবে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে গ্রামে গ্রামে একটা যোগাযোগ না থাকলেই বা চলবে কি করে। আমি এই যোগাযোগটা গড়ে তুলবার চেষ্টা করছি।

সুবর্ণ কি রকম যোগাযোগ ?

ছোটলাল মিলেমিশে পরামর্শ করে বিশেষ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হওয়া, পরস্পরকে সাহায্য করা। সংঘের প্রত্যেকটি গ্রাম সম্পর্কে সমস্ত বিবরণ অন্য প্রত্যেকটি গ্রামের জানা থাকবে। লোকসংখ্যা, বাড়িঘরের সংখ্যা, স্বাস্থ্যের অবস্থা, জলের ব্যবস্থা, পথঘাট, যানবাহন ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ। এক গ্রামের খবরাখবর নিয়মিতভাবে অন্য গ্রামে যাবে। হাটে নানা গ্রামের লোক জড়ো হয়, প্রত্যেক হাটে সভা করা হবে। মানুষ একা হলে নিজেকে বড়ো অসহায় মনে করে। আমার সম্পদ আমার একার—এই কথা ভাবতে ভাবতে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে দেশের বিপদ ঘনিয়ে এলেও না ভেবে পারে না বিপদও তার একার। অন্ধকার পথে অজানা অচেনা একজন মানুষ সাথি থাকলে ভীরু লোকেরও ভূতের ভয় কমে যায়। গ্রামের সকলে মিলেমিশে দুর্দিনকে বরণ করতে তৈরি হয়ে আছে জানলে গ্রামের প্রত্যেকের ভয় কমবে—দশটা গ্রাম মিলেছে জানলে বুকে সাহস জাগবে। সকলের বুকে এই সাহস জাগানো দরকার। গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থকে স্পষ্ট অনুভব করিয়ে দিতে হবে। শুধু তার প্রতিবেশী নয়, নিজের গ্রামের লোক শুধু নয়, বিশ মাইল দূরের অজানা গ্রামের অচেনা অধিবাসীও তার সঙ্গী, তার সহায়—পথ যত অন্ধকার হোক, সব কিছুকে সে ড্যামকেয়ার করতে পারে।

সুভদ্রা এক গ্রামের লোককে আর এক গ্রামে নিয়ে যাবার কি একটা স্কিম করেছ, ও ব্যবস্থাটা আমি ভালো বুঝতে পারিনি দাদা। এদিকে গ্রাম ছেড়ে যেতে বারণ করছ, আবার ওদিকে গ্রামকে গ্রাম উজার করে অন্য এক গ্রামে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও করছ। কেমন খাপছাড়া ঠেকছে আমার।

মধু আমিও ভালো বুঝিনি ছোটোবাবু।

ছোটলাল কোথায় কি গুজব শুনেছিস, তাই খাপছাড়া ঠেকছে। গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে অন্য গ্রামে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কিছুই হয়নি। মানুষ যাতে আরও নিশ্চিন্তমনে নিজের গ্রামে নিজের বাড়িতে থেকে চাষবাস কাজকর্ম করতে পারে তারই একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা হচ্ছে। অতি সহজ ব্যবস্থা, গ্রাম মৈত্রী সংঘ গড়ে তোলার ফলে আরও সহজ হয়ে গেছে। সংঘের একটা নিয়ম—দরকার হলে এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামের লোককে আশ্রয় দেবে, নিজেদের বেশি অসুবিধা না ঘটিয়ে যত লোককে আশ্রয় দেওয়া যায়। দরকার হলে, সত্যিসত্যি দরকার হলে অবশ্য। মনে করো তোমার বাড়িতে একখানা বাড়তি

ঘর আছে, দরকার হলেই ঘরখানা তুমি শ্যামপুরের একটি পরিবারকে ছেড়ে দিয়ে তাদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দেবে। মনে করবে বাড়িতে তোমার কোনো আত্মীয় এসেছে। কোন গ্রামে কত বাড়তি লোক গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে তার মোটামুটি একটা হিসেব আমরা করে রেখেছি। সেই হিসেব মতো এক গ্রামের লোককে সরিয়ে অন্য গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যদি দরকার হয়—সত্যিসত্যি যদি দরকার হয়।

সুবর্ণ তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। জানা নেই শোনা নেই কারা কোথা থেকে এসে হাজির হবে, তাদের কুটুমের মতো আদর করে বাড়িতে রাখতে হবে। এ ব্যবস্থায় কেউ রাজি হবে না।

ছোটলাল সংঘে এখন তেরোটা গ্রাম, প্রত্যেক গ্রামের লোক এ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। খুব খুশি হয়ে মেনে নিয়েছে, মেনে স্বস্তি বোধ করছে। আশ্রয় দেওয়ার প্রশ্ন তো শুধু নয়, পাওয়ার প্রশ্নও আছে কিনা। যারা হয়তো বাড়িঘর ছেড়ে শেষ পর্যন্ত পালাবে না, তারাও চায় যে দরকার হলে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে মা বউ আর বোন যাতে সঙ্গে সঙ্গে একটা নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারে তার একটা ব্যবস্থা থাক। বহু বড়োলোকে দূরে পশ্চিমে বাড়ি ভাড়া করে রেখে মাসে মাসে ভাড়া গুনে চলেছে, গরিবের কি ইচ্ছা হয় না তারও ও রকম একটা যাওয়ার জায়গা থাকে ? আমাদের ওই রকম একটা যাবার জায়গার ব্যবস্থা সকলের জন্য করা হয়েছে। সকলে তাই আগ্রহের সঙ্গে ব্যবস্থাটা বরণ করে নিয়েছে। যে গাঁয়ে হানা দিচ্ছে সে গাঁ ছেড়ে পালাবার হিড়িক উঠেছিল, সে ঝোঁক লোকের কিছুতেই যেন কমানো যাবে না মনে হয়েছিল। এই ব্যবস্থার কথা জানবার পর সকলে আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গেছে। তাদের বলা হয়েছে, ঘরবাড়ি ফেলে কেউ পালিয়ো না। তার কোনো দরকার নেই। যদি দরকার হয় আমরাই তোমাদের নিরাপদ স্থানে রেখে আসব। সাত মাইল দূরে এক গ্রামে পালাতে চাইছ সেখানে জলের অভাব আর কলেরার প্রকোপ, আমরা তোমাদের বিশ মাইল দূরের গ্রামে পাঠিয়ে দেব। সেখানে তোমার থাকবার জন্য ঘর ঠিক করা আছে তুমি পৌঁছানো মাত্র তোমার জন্য হাঁড়িতে চাল দেওয়া হবে। প্রথমে লোকের একটু খটকা বাঁধে। তারপর যখন গ্রামের নাম, গৃহস্থের নাম, বাড়িতে ঘরের সংখ্যা, এই সব বিবরণ লিস্ট থেকে পড়ে শোনানো হয়, তখন বিশ্বাস জন্মে। মুখের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়, একটা কালো পর্দা যেন সরে গেল। অবশ্য একটু রিসক্ যে নিতে হবে সেটা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছি। হঠাৎ যদি কোনো গাঁয়ে এসে ওরা হানা দেয়, কিছুই টের পাওয়া যায় না আগে থেকে, তবে অবশ্য কিছু করার নেই। তবে এ কথাটাও ভাবতে হবে যে কবে কোন গাঁয়ে হাজির হবে তাও কিছু ঠিক নেই।

মধু সবাই ভিটেমাটি আঁকড়েই পড়ে থাকতে চায়। যেতে হবে ভাবলে সবারই মন কেমন করে। একটু ভরসা পেলে, উৎসাহ পেলে, একেবারে বর্তে যায়।

ছোটলাল ভিটেমাটির মায়া এ দেশে সংস্কারের মতো, মানুষের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। সাত পুরুষের ভিটেয় সন্ধ্যাদীপ জ্বলবে না ভাবলে এদের বুক কেঁপে যায়। শহরের মানুষ বুঝতে পারে না, তাদের ভাড়াটে বাড়িতে বাস, বড়ো জোর একপুরুষের তৈরি বাড়িতে। প্রথম যারা গ্রাম ছেড়ে শহরে যায়, ভিটেমাটির এই টান তাদের সারাজীবন টানে।

সুবর্ণ তা সত্যি। দু-এক বছর পরে পরেই বাবা দেশের বাড়িতে ছুটে যেতেন। কিন্তু ঠাকুরমশায়কে এবার তুমি ছুটি দাও। লিখে লিখে ওঁর নিশ্চয় হাত ব্যথা হয়ে গেছে।

ছোটলাল আপনার কতদূর হল ঠাকুরমশায় ? কপিগুলি অল্পক্ষণের মধ্যে শেষ করে ফেলতে পারবেন তো ?

রামঠাকুর [*মুখ না তুলেই*] পাঁচসুকিয়া আর লাটুপুর মোটে এই দুটি গাঁয়ের লিস্ট বাকি। আধঘণ্টার বেশি লাগবে না।

ছোটলাল সন্ধ্যা হয়ে যাবে। উপায় কী। আজকেই সোনাপুরের সতীশবাবুকে কপিগুলি পাঠিয়ে দিতে হবে। আপনি এত উৎসাহের সঙ্গে আমার কাজে লেগে যাবেন, ভাবতেও পারিনি ঠাকুরমশায়। আপনি যে বসে বসে এমন কলম পিষতেও পারেন, তা জানতাম না।

রামঠাকুর না লিখে না লিখে লিখতেই প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলাম। কম্মো তো পুঁথি সামনে খুলে রেখে যা মুখে আসে বিড়বিড় করে বলা। অতবড়ো পণ্ডিত পিতা যে স্কুলে আর বাড়িতে পড়িয়ে বিদ্যা দিয়েছিলেন, এতদিন পরে একটু কাজে লাগল।

ছোটলাল ফ্যাসাদ হল বাখাল ছোঁড়ার জন্য। আজ সকালে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, কিছু না বলে কয়ে ভোরে সে হঠাৎ বাড়ি চলে গেছে। ওর মার নাকি মরমর অবস্থা।

রামঠাকুর মা ওর ভালোই আছে। আমিও ছুটে গিয়েছিলাম, শেষ মুহূর্তে স্বর্গের যাবার ভাড়া হিসেবে কিছু পুণ্য আর পায়ের ধুলোটুলো দিয়ে—ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলোই পুণ্যের সমান—কিছু যদি আদায় করতে পারি। তা একটা নারকোল, কটা বাতাসা আর পাঁচটি পয়সা দিয়ে যাত্রা শুভ করিয়ে নিলে !

ছোটলাল কীসের যাত্রা ?

রামঠাকুর ছেলেকে নিয়ে পানাগড় যাবে। এমনি দুবার ডেকে পাঠিয়েছিল, ছেলে যায়নি। তাই খবর পাঠিয়েছিল কলেরা হয়েছে।

ছোটলাল একবার বলে গেল না। মধুর বাড়ি গিয়েছিলাম, জানত। আমি দশজনকে পালাতে মানা করছি, আমার নিজের লোক এদিকে পালাচ্ছে। এত করে শেখালাম পড়ালাম রাখালকে, একবার জানিয়ে পর্যন্ত গেল না।

রামঠাকুর খবরটা পেয়ে ছোঁড়া একেবারে দিশেহারা হয়ে ছুটে গেছে।

ছোটলাল [*ক্ষুব্ধভাবে*] দিশেহারা হয়ে ছুটে গেছে, না ? একটু কিছু ঘটলেই সকলে দিশেহারা হয়ে যায়। কোনোদিন কিছু ঘটে না কিনা, সকলের তাই এই দশা। চোখ কান বুজে কোনোমতে খেয়ে পরে নির্বিবাদে দিন কাটাতে কাটাতে মনের বাঁধন গেছে আলগা হয়ে। মার মরমর অবস্থা শুনে মাকে বাঁচাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে পারে না, মা মরে যাবে ভয়ে দিশেহারা হয়ে যায়। আমাদের এ কী অভিশাপ বলুন তো ? গাঁয়ে পাহারা দেবার জন্য যখন নাম চেয়েছিলাম, সকলে আঁতকে উঠেছিল।

মধু মুখ্যু লোক সব, চিরকাল মার খেয়ে আসছে, অল্পেই ভড়কে যায়। কথায় কথায় আঁতকে উঠবার ভাব অনেকটা কিন্তু কেটে গেছে। চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকত, কী করবে জানত না, কিছুই বুঝতে না। কী যে ভাববে কেউ ঠিক করে উঠতে পারত না। একটু একটু ভাবতে শুরু করেই অনেকে ধাতস্থ হয়েছে।

রামঠাকুর উর্ধ্বশ্লেষ্মার চেয়ে সহজ চিকিৎসা।

মধু এক হিসেবে সহজ আবার এক হিসেবে ভীষণ কঠিন ঠাকুরমশায়। প্রত্যেকে দশ-বিশ গণ্ডা সৃষ্টিছাড়া কথা জিগেস করবে, জবাব দিতে দিতে প্রাণান্ত। তার আবার অর্ধেক কথার জবাব হয় না।

ছোটলাল তবু তোমার জবাব ওরা ভালো বোঝে মধু। আমি এত পরিষ্কার আর সহজ করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করি, মুখ দেখেই টের পাই সব কথা মাথায় ঢুকছে না। তুমি জড়িয়ে পেঁচিয়ে সেই কথাই বলো, সবাই মাথা নেড়ে সায় দেয়।

মধু আমিও মুখ্যু, ওরাও মুখ্যু, তাই আমার কথা সহজে ধরতে পারে।

ছোটলাল [*হেসে*] মনে হল যেন গাল দিলে মধু।

মধু না, ছোটোবাবু। আপনার কথাই তো আমি বলি, একটু অন্যভাবে বলি। আপনি কত পড়াশোনা করেছেন, কত ভাবেন, সব কথা নিখুঁতভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে বলতে পারেন। এরা জন্মে থেকে উলটোপালটা এলোমেলো করে সব ভাবতে শিখেছে, গুছিয়ে কিছু বললে বুঝতে পারে না, হাঁ করে থাকে। বেশি বেশি চাষ করা দরকাব কেন কানাইকে কাল তা অত করে বোঝালেন, লংকার খেতে মুগকলায়ের চাষ করতে বললেন। আমি মুখ দেখেই বুঝেছিলাম, ব্যাটা কিছু বোঝেনি। চালের চালান বন্ধ, ভাত কমিয়ে ডালটাল বেশি খেয়েও মানুষ বাঁচতে পারে, বিশ মন লংকার চেয়ে একসের মুগকলাই মানুষের বেশি দরকারি, এ সব কথা কি ওর মাথায় ঢোকে ! ওর মাথায় শুধু ঘুরছে, খেতে লংকা ভালো ফলে, মুগকলাই সুবিধা হয় না, তবু কেন লংকার বদলিতে মুগকলায়ের চাষ করবে ! রাত হলে বাড়ি ফিরে দেখি ধন্না দিয়ে বসে আছে। আমায় দেখেই ভয়ে ভয়ে বলল, কিছু তো বুঝলাম না মধু। মুগকলাই দিলে যা ফসল হবে, লংকা বেচে তার দুগুণ বাজারে কিনতে পাব। ছোটোবাবু মুগকলাই বুনতে তবে বলেন কেন ? আমি বললাম, ওরে গোমুখ্যু, শোন। ঘরে তোর অতিথ্ এল। দুদিন খাযনি। তুই এক ডালা লংকা আর চাট্টি ভেজানো মুগ সামনে ধরে জিগেস করলি, ওগো অতিথ্মশায়, পেট ভরে লংকা খাবে না এই দুটিখানি মুগ ভেজানো চিবোবে ? অতিথ্ কী করবে বল তো ? তারপর বললাম, লংকা নিয়ে হাটে বেচতে গেলি, গিয়ে দেখলি হাটে শুধু তুই আছিস আর আছে জগন্নাথের বাপ, কলাই বেচতে এসেছে।—

রামঠাকুর মোটে দু জন জিনিস বেচতে গেছে, সে কেমন হাট মধু ?

মধু ওমনি করে না বললে আসল কথাটা ওরা ধরতে পারে না ঠাকুরমশায়। শুনুন তারপর, কানাইকে কী বললাম। বললাম, হাটে একজন খদ্দের এল। বাড়িতে তার চাল বাড়ন্ত, ডাল বাড়ন্ত, গাছের পাতা খেতে হবে এই অবস্থা। তুই খদ্দেরকে ডেকে বললি, নেন নেন, বড়ো বড়ো ভালো লংকা নেন, চার আনায় বিশ মন লংকা দেব। জগন্নাথের বাপ তাকে বলল, ভাঙা বোরা পোকায় ধরা কলাই বটে, আট আনায় একসের পাবে, খুশি হয় নাও, নয় বাড়ি ফিরে যাও ! খদ্দের তখন কী করবে রে কানাই ? চার আনায় তোর বিশ মন লংকা নেবে, না আট আনায় পোকা ধরা একসের কলাই নেবে ? কলাই না নিয়ে গেলে কিন্তু ছেলেমেয়েকে তার গাছের পাতা খাওয়াতে হবে বাড়ি ফিরে। কানাই তখন বলল, অ ! তবে তো ছোটোবাবু খাঁটি কথাই বলেছেন।

ছোটলাল এই জন্যই আমরা দেশের জনসাধারণের কিছু করতে পারি না, শুধু বক্তৃতা দিয়ে মরি। শেষে রাগ করে বলি, এদের কিছু হবে না, স্বয়ং ভগবানও এদের জন্য কিছু করতে পারবেন না।

রামঠাকুর তা পারেনওনি। অবতার হয়ে কমবার তো ভগবান জন্মাননি এ দেশে !

মধু যা কিছু করার আপনারাই করতে পারেন ছোটোবাবু। তবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে করা দরকার, নইলে ফল হয় না। আপনি আমাদের মনের ঘোরপ্যাঁচ বুঝতে আরম্ভ করেছেন, অল্পদিনেই আপনার সরগড় হয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে তখন আমাদের ভাষাতেই কথা কইতে পারবেন।

ছোটলাল আট আনা দিয়ে পোকায় ধরা কলাই কিনতে বললে কিন্তু চলবে না মধু। এক পয়সা বেশি দাম দিয়ে কেউ কিছু যাতে না কেনে সেই কথাই সকলকে আমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে।

মধু [*হেসে*] ও রকম বলায় ক্ষতি হয় না ছোটোবাবু। জিনিসের জন্য বেশি দাম না দেওয়া ভিন্ন কথা, ওটা কানাইকে বুঝতে হলে ভিন্ন ভাবে বোঝাতে হত। ও তখন লংকার খেতে মুগকলাই বুনবার কথা ভাবছে, সব কথায় ওই এক ছাড়া অন্য মানে তার কাছে ছিল না। কানাইকে ডেকে জিগেস করুন, আপনি আর আমি ওকে কী বলেছিলাম। কানাই জবাব দেবে, লংকার বদলে মুগকলাই চাষ করতে বলেছিলাম। তার বেশি একটি কথাও স্মরণ করে বলতে পারবে না।

ছোটলাল তা ঠিক। এটা খেয়াল হয়েছে, তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা কখনও করিনি। বেফাঁস কিছু বলার ভয়ে সর্বদা সতর্ক হয়ে থাকি, ওরা কিন্তু ঠিক মর্ম কথাটি গ্রহণ করে, পণ্ডিতের মতো আসল কথাটি তাকে তুলে রেখে কথার মারপ্যাঁচ নিয়ে তর্ক করে না। কানাই খেয়াল করেনি হাটে মোটে দুজন লংকা আর কলাই বেচতে যায় না, শুনেই কিন্তু পণ্ডিতমশায়ের টনক নড়ে গিয়েছিল। এতবড়ো কথার ভুল ! কিন্তু তুমি এবার বাড়ি যাও মধু। সারাদিন অনেক ছুটোছুটি করেছ। তোমার কিছু হলে আমি পড়ব মুশকিলে।

মধু আমার কিছু হবে না ছোটোবাবু। লিস্টগুলো সতীশবাবুর কাছে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি যাব।

ছোটলাল কেষ্টকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। তুমি বাড়ি যাও।

মধু আমি নিয়ে যাই। সোনাপুরে আমার একটু দরকারও আছে।

ছোটলাল [*চিন্তিতভাবে*] দুদিন থেকে তোমার কী হয়েছে বলো তো ? পেটুক যেমন সন্দেশ চায় তুমি তেমনি ছুটোছুটি করবার জন্য কাজ চেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছ। এক মুহূর্ত বিশ্রাম করতে হলে ছটফট করতে থাক।

রামঠাকুর কাল যে শম্ভুর মেয়ের বিয়ে হলে গেল নকুড়ের সঙ্গে।

ছোটলাল [*আশ্চর্য হয়ে*] তাই নাকি ? এ কথা তো জানতাম না মধু, ভেবেছিলাম, বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক ছিল, সেটা ভেঙে গেছে, আর কিছু নয়।

মধু তা ছাড়া আবার কি ? ঠাকুরমশায় তামাশা করছেন।

রামঠাকুর ঠাকুরমশায়ের তামাশার চোটেই দুদিনে মুখ চোখ তোমার বসে গেছে। পরশু-সন্ধ্যায় নকুড় বিয়ের খবরটা জানিয়ে যাওয়ার পর থেকে গায়ে বিছুটি লাগা লোকের মতো তিড়িং তিড়িং নেচে নেচে বেড়াচ্ছে !

মধু হ্যাঁ, খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, সে অপদার্থ মেয়ের জন্য নেচে বেড়াব। ভয়ে যে গাঁ ছেড়ে পালায়—

ছোটলাল তার দোষ কি মধু ? শম্ভু জোর করে নিয়ে গেলে সে কী করবে।

মধু গোঁ ধরতে পারল না ? বাপের আহ্লাদি মেয়ে, যেতে না চাইলে তার সাধ্যি ছিল ওকে নিয়ে যায়। আসলে ওর ইচ্ছে ছিল বড়ো লোকের বউ হবে।

রামঠাকুর সমস্যায় ফেলে দিলে বাপু। ভয়ে না, বড়োলোকের বউ হবার লোভে মেয়েটা গাঁ ছাড়ল—

নকুড়ের প্রবেশ।

আরে, বলতে বলতে স্বয়ং নকুড় এসে হাজির যে।

নকুড় পদ্মাকে কোথা রেখেছিস মধু ?

মধু তুই তোকারি কোরো না দে মশায়। অনেক বারই তো বলে দিয়েছি।

নকুড় চোর ডাকাত বজ্জাত হারামজাদা ! তোকে আবার আপনি বলতে হবে ! শম্ভুর মেয়েকে চুরি করে কোথায় লুকিয়েছিস বল শিগগির।

মধু [*নকুড়ের গলা ধরে*] চোর ডাকাত বজ্জাত হারামজাদা আগে তোমার দাঁত কটা ভাঙবে, গাল দেওয়ার জন্য—

মুখে ঘুঁষি মারতে নকুড়ের একপাটি বাঁধানো দাঁত ছিটকে পড়ল।

রামঠাকুর বাঁধানো দাঁত ! চুকচুক !

মধু এ গেল গালাগালির জবাব। এবার জিগেস করব, পদির কী হল। না যদি বলো এক্ষুনি সত্যি কথা দে মশায়—

ছোটলাল ছেড়ে দাও মধু। লোকে ভাববে গায়ের ঝাল ঝাড়ছ।

মধু নকুড়কে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল।

[*নকুড়কে*] গায়ে জোর নেই, মনে সাহস নেই, রাগ সামলাতে পার না ? কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো মানুষকে গালাগাল দাও কেন ? গোঙিয়ো না বাপু, বেশি তোমার লাগেনি। বাইরে বালতিতে জল আছে, দাঁত কটা ধুয়ে মুখে লাগিয়ে এসো।

নকুড় দাঁত কুড়িয়ে অস্ফুট কাতর শব্দ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

মধু কেমন রাগ হয়ে গেল ছোটোবাবু। নিজেকে সামলাতে পারলাম না।

ছোটলাল ও রকম হয়।

মধু দিদি আর বউঠান দাঁড়িয়ে আছেন মনেই ছিল না।

সুভদ্রা শহুরেপানা শুরু কোরো না মধু। পদ্মার কী হয়েছে জানবার জন্য মনটা ছটফট করছে।

সুবর্ণ দাঁত লাগাতে কতক্ষণ লাগাচ্ছে দ্যাখো !

নকুড় ফিরে এল।

ছোটলাল পদ্মার কী হয়েছে নকুড় ?

নকুড় কাল সন্ধ্যা থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কটমট করে মধুর দিকে তাকাল।

সুবর্ণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ? সে কি !

সুভদ্রা কাল না বিয়ের কথা ছিল তোমার সঙ্গে।

ছোটলাল বিয়ে হয়নি ?

নকুড় [*হঠাৎ ক্রুদ্ধভাব ত্যাগ করে কাতরভাবে*] কই আর হল ছোটোবাবু, বিয়ের ঠিক আগে মেয়েকে খুঁজে পাওয়া গেল না। [*আবার মুখ কালো করে, কটমট করে মধুর দিকে তাকিয়ে*] ওর কাজ। নিশ্চয় ওর কাজ। কতকাল থেকে দুজনে—

ছোটলাল এবার মধু তোমায় যত মারুক, আর কিন্তু আমি থামতে বলব না, খুন করে ফেললেও না। বড়ো বেয়াদপ তুমি, মাথা ঠান্ডা রেখে কথা কও।

রামঠাকুর বিয়ে হয়নি নকুড় ? চুকচুক। হোক না কলিকাল, ব্রহ্মশাপ কি ব্যর্থ হয় হে বাপু !

ছোটলাল মধু কিছু করেনি নকুড়। ও কিছুই জানে না। কদিন নিশ্বাস ফেলার সময় পায়নি। ওর কদিনের চব্বিশ ঘণ্টার সমস্ত গতিবিধির খবর আমি রাখি।

নকুড় ও কি আর নিজে গিয়ে শম্ভুদাসের মেয়েকে নিয়ে এসেছে ছোটোবাবু, অন্যকে দিয়ে সরিয়েছে। আগে থেকে যোগসাজশ ছিল। যাবার দিন একবার পদ্মা পালিয়ে এসেছিল, শম্ভু নিজে এসে ধরে নিয়ে যায়। তখনই দুজনের পরামর্শ হয়েছিল।

ছোটলাল আন্দাজে আবোল-তাবোল বোকো না। আর তাও যদি হয় নকুড়, সে মেয়ে যদি ওর দিকে এমন করে ঝুঁকেছে জানো, ওকে তুমি বিয়ে করতে গিয়েছিলে কি বলে ?

নকুড় আগে কি জানতাম। এ সব ওর আমাকে জব্দ করার ফন্দি। আমাকে জব্দ করবে বলে এই বুদ্ধি খাটিয়েছে। নইলে এতদিন মেয়েকে সরাতে পারত না, বিয়ের রাত্রির জন্য

অপেক্ষা করে থাকত ? দশজনের কাছে আমার যাতে মাথা হেঁট হয়, সবাই যাতে আমাকে টিটকারি দেয়···

রামঠাকুর তা এমনিতেই সবাই দেয় নকুড়। এবার থেকে নয় একটু বেশি করেই দেবে। চামড়া তোমার মোটা আছে।

নকুড় চুপ করুন ঠাকুরমশায়। এর মধ্যে আপনিও আছেন।

রামঠাকুর আছিই তো। আমিই তো ব্রহ্মশাপ দিয়ে বিয়েটা ফাঁসিয়ে দিলাম।

নকুড় বাজে কথা বলেন কেন ঠাকুরমশায় ? বাজে কথার ধাপ্পায় আমাকে ভোলাতে পারবেন না। আপনি সব জানতেন। নইলে পরশু বিয়েতে যাবার নেমন্তন্ন ফিরিয়ে দিতেন না। বিয়ে পণ্ড হবে জানা না থাকলে পাওনা গন্ডার লোভ সামলানো আপনার কম্মো নয়।

রামঠাকুর তুমি দেখছি ন্যায়শাস্ত্রেও মহাপণ্ডিত নকুড়, অকাট্য যুক্তি দিয়ে কথা কইতে জানো। প্রমাণ জ্ঞানও তোমার প্রচণ্ড। প্রমাণ যখন আছে, থানায় নালিশ ঠুকে দাও না ? বিয়ের কনে চুরি করার অপরাধে আমি আর মধু অসময়টা নিশ্চিন্ত মনে জেলে কাটিয়ে দিই। এ উপকারটা যদি কর, তোমায় প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করব—সুমতি হোক, সুমতি হোক।

নকুড় *[রাগে কাঁপতে কাঁপতে]* জেলে না পাঠাতে পারি সহজে আপনাকে ছাড়ব ভাববেন না ঠাকুরমশায়। *[মধুকে]* তোকে আমি দেখে নেব মধু। বাবুলালবাবু থাকলে আজ এইখানে তোর পিঠের ছাল তুলে দিতাম। বড়োবাবু নেই তাই বেঁচে গেলি। কিন্তু আমি তোকে দেখে নেব।

মধু *[শান্তভাবে]* আর একবার তুই তোকাবি করলে চোখে অন্ধকার দেখবে।

তার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে নকুড় চলে যাচ্ছিল, ছোটলাল তাকে ডাকল।

ছোটলাল একটা কথা শুনে যাও নকুড়। তোমায় অত করে বলেছিলাম, তুমি মোটে পাঁচ বস্তা চাল আর পাঁচ টিন কেরোসিন বার করেছ। বেশি বেশি দাম যেমন নিচ্ছিলে তেমনই নিচ্ছ।

নকুড় এই কি আপনার ও সব কথা বলার সময় হল ছোটোবাবু ?

ছোটলাল কথাটা কি কম দরকারি ?

নকুড় আমার আর মাল নেই।

ছোটলাল আবার তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি নকুড়। তুমি নিজের সর্বনাশ টেনে আনছ। সবাই জানে তোমার অনেক চাল আর তেল মজুত আছে। দশটা গাঁয়ের সবাই শান্তশিষ্ট সুবোধ ছেলে নয় নকুড়।

নকুড় চোর ডাকাত গুন্ডা অনেক আছে জানি। কিন্তু আমি কী করব। আমার আর কিছু নেই। আপনি যদি দশজনকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে দেন—

ছোটলাল আচ্ছা, তুমি যাও। তোমার সঙ্গে আর তর্ক করব না।

নকুড় চলে গেল।

সুবর্ণ কী আশ্চর্য মানুষ তুমি ! কাল থেকে পদ্মার খোঁজ নেই, তুমি তেল আর কেরোসিনের আলোচনা আরম্ভ করলে।

সুভদ্রা পদ্মার খোঁজ করা আগে দরকার দাদা।

ছোটলাল তাই ভাবছি। খোঁজাখুঁজি অবশ্য আরম্ভ হয়ে গেছে নিশ্চয়। শম্ভু চুপ করে বসে নেই। আমাদেরও খোঁজ করতে হবে। নন্দপুরে একজন লোক পাঠানো দরকার। সেখানে ইতিমধ্যে কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে কিনা খবর নেওয়া দরকার। সব বিবরণ ভালো করে জানা দরকার। *[সহানুভূতির সুরে]* আমার কি মনে হয় জানো মধু ? এর মধ্যে পদ্মাকে হয়তো পাওয়া গেছে।

মধু ও যা কাঠখোট্টা শক্ত মেয়ে, নন্দপুরে যদি নাও ফিরে থাকে, অন্য কোথাও কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়ি হাজির হয়েছে নিশ্চয়। পুকুরে ডুবে টুবে মরেছে, আমি তা বিশ্বাস করি না ছোটোবাবু। আমার বিশেষ ভাবনা হয়নি।

ছোটলাল তা দেখতেই পাচ্ছি।

রামঠাকুর ভাবনার অভাবে মাথা ঘুরে বসে পড়েছ।

মধু আপনার হয়েছে ঠাকুরমশায় ? হয়ে থাকলে কাগজগুলো দিন। আমি একবার সোনাপুর ঘুরে আসি ছোটোবাবু।

সুবর্ণ বাহাদুরি কোরো না মধু। মেয়েটার খোঁজখবর না নিয়ে তুমি সোনাপুর ছুটবে কি রকম ? সতীশবাবুর কাছে লিস্ট নিয়ে যাবার লোক আছে।

মধু সোনাপুর একবার আমার যেতে হবে বউঠান। সেখানে আমার একটি জানা লোকের আজ নন্দপুর থেকে ফেরার কথা। তার কাছে খবর জেনে আসব।

সুভদ্রা তা হলে যাও। লিস্টের জন্য দেরি করে দরকার নেই, তাড়াতাড়ি গিয়ে খবরটা নিয়ে এসো।

রামঠাকুর আমার হয়ে গেছে। [*কতগুলি কাগজ গুছিয়ে ছোটলালের হাতে দিল। ছোটলাল সেগুলি দেখে ভাঁজ করে মধুকে দিল*] লিস্ট খুব তাড়াতাড়ি সোনাপুর পৌঁছানো চাই ছোটলাল।

সুবর্ণ ঠাকুরমশায়, কিছুই কি আপনাকে বিচলিত করতে পারে না ? কোনোদিন দেখলাম না কোনো ব্যাপারে আপনার হাসি তামাশার ভাবটা একটু কমেছে। অথচ কোনো ব্যাপার যে তুচ্ছ করেন তাও নয়।

রামঠাকুর বিচলিত হয়ে পড়ার ভয়ে তো হাসি তামাশা বজায় রেখে চলি, বউমা। আগে যথেষ্ট বিচলিত হতাম, নিজের ব্যাপারে পরের ব্যাপারে, সব ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত দেখলাম গরিব পুরুত বামুনের অত বিলাস পোষায় না। তারপর থেকে আর বিচলিত হই না। যদি বা হই, চট করে সামলে নিই।

ছোটলাল নকুড় আপনাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।

রামঠাকুর আমাকে। ওর বাপেরও সাধ্য নেই আমার কিছু করে। সে ব্যাটা তবু মরে গিয়ে আসল ভূত হয়েছে, নকুড়টা তো এখনও নিছক জ্যান্ত ভূত। ওর কতটুকু ক্ষমতা !

মধু আমি যাই ছোটোবাবু।

রামঠাকুর একটু আস্তে যেও।

মধু চলে গেল।

সুবর্ণ তুমি যদি ভালো করে খোঁজ না করাও মেয়েটার কালকেই আমি কলকাতা চলে যাব। এদিকে মস্ত মস্ত বক্তৃতা দিচ্ছ, গ্রাম সংঘ করছ, চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছ চরকির মতো, একটা মেয়ে হারালে খুঁজে বার করতে পারবে না !

ছোটলাল হারিয়েছে কি না তাই বা কে জানে ?

সুবর্ণ তার মানে ?

ছোটলাল কেউ হারালে তাকে খুঁজে বার করা সহজ হয়, নিজেই সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে কিনা যে তাড়াতাড়ি তাকে খুঁজে পাক। পালালে কাজটা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সুবর্ণ তাই বলে খোঁজ করবে না ?

ছোটলাল করব বইকী। তবে আমার মনে হয় পদ্মা নিজেই একটা খোঁজ দেবে আজকালের মধ্যে।

পদ্মার প্রবেশ। ধূলি ধূসর শ্রান্ত ক্লান্ত চেহারা। দেখলেই বুঝা যায় দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছে।

এই যে বলতে বলতে পদ্মা নিজেই এসে পড়েছে।

পদ্মা আমি পালিয়ে এসেছি।

সুবর্ণ তা আমরা জানি। বেশ করেছিস। বাপ ধরে বেঁধে যার তার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইলে লক্ষ্মী মেয়েরা পালিয়েই আসে।

পদ্মা বাড়ির জন্য মন কেমন করছিল।

রামঠাকুর তাই বাড়ি না গিয়ে মধু এখানে আছে শুনে ধুলো পায়ে ছুটে এসেছিস বুঝি ?

পদ্মা বড়ো ভয় করছে আমার। বাবা আমাকে মেরে ফেলবে একেবারে।

ছোটলাল তোর বাবাকে আমি বুঝিয়ে ঠান্ডা করবখন। তুই তো পালিয়েছিলি কাল সন্ধ্যাবেলা, সারারাত সারাদিন ছিলি কোথায় ?

পদ্মা পথ ভুলে সমুদ্দুরে চলে গিয়েছিলাম।

সুবর্ণ ধন্য মেয়ে তুই। আমাদের হার মানালি। আয় ভেতরে আয়। আমার কাছেই তুই থাকবি এখন, তোর বাপ না আসা পর্যন্ত।

পদ্মাকে সঙ্গে নিয়ে সুবর্ণ ভেতরে গেল।

ছোটলাল যাক, একটা ভাবনা দূর হল। শম্ভুকে একটা খবর পাঠাতে হবে।

রামঠাকুর সেও এসে পড়েছে।

ধীরে ধীরে শম্ভুর প্রবেশ। তারও ধূলি ধূসর শ্রান্ত ক্লান্ত মূর্তি।

ছোটলাল এসো শম্ভু। পদ্মা এখানে আছে।

শম্ভু নীরবে একটু মাথা হেলিয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে শ্রান্তভাবে ফরাশে বসল।

ওকে কিছু বোলো না শম্ভু।

শম্ভু ছোটলাল। কেলেঙ্কারি ? কি আর বলব ? কেলেঙ্কারি যা হবার হল। ঠিক লগ্নের সময় মেয়েকে খুঁজে পাওয়া গেল না। বিয়ের আসরে দশজনের কাছে মাথা কাটা গেল আমার, মুখে চুনকালি পড়ল। নকুড় আবার রটিয়ে দিল, মধুর সঙ্গে পালিয়েছে।

ছোটলাল এমন হঠাৎ বিয়ের ব্যবস্থা করলে কেন ?

শম্ভু সে কথা আর বলেন কেন ছোটোবাবু। সব নকুড়ের কারসাজি। ওর ভরসায় গেলাম, গিয়ে যা ফ্যাসাদে পড়লাম বলার নয়। কোথায় যাই, কোথায় থাকি, চাল-ডাল কিনতে পাই না, গাছতলায় উপোস দেবার জোগাড় হল। শেষে নকুড় বললে, বিয়েটা হয়ে যাক তাড়াতাড়ি, সব ঠিক করে দেব। ও ব্যাটা যে এত বজ্জাত তা জানতাম না ছোটোবাবু।

ছোটলাল জেনেও তো বজ্জাতের হাতে মেয়ে দিচ্ছিলে।

শম্ভু কি করি। পণের টাকা অর্ধেক নিয়ে নিয়েছিলাম আগেই। চটপট বিয়ে না দিলে টাকাটা ফেরত নেবার কথাও বলতে লাগল। সব দিক দিয়ে ক্ষতি হয়ে গেল ছোটোবাবু। বাড়ি হয়ে আসছি, বাড়ির অবস্থা দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেছে। জানালার পাট আলগা, বাঁশ খুঁটি সব কে নিয়ে গেছে। পুবের ভিটের চাল থেকে নতুন খড় অর্ধেক কে সরিয়ে ফেলেছে।

ছোটলাল জানি। তোমরা যেদিন গেলে সে দিন রাতেই সব চুরি হয়েছিল। তখনও পাহারা দেবার দলটা ভালো গড়তে পারিনি। যা যাবার সেই রাতেই গেছে, পরে আর একটি কুটোও তোমার চুরি যায়নি।

সুবর্ণ, সুভদ্রা ও পদ্মার প্রবেশ। পদ্মা মমতার একখানা ভালো শাড়ি পরেছে। শম্ভু একবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে গুম হয়ে বসে রইল। বাপের দিকে দু-এক পা এগিয়ে পদ্মা দ্বিধা ভরে দাঁড়িয়ে পড়ল। এমন সময় বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল। কাদের ও আজিজ ধরাধরি করে মধুকে নিয়ে এল। মধুর মাথা ফেটে সর্বাঙ্গে রক্তমাখা হয়ে গেছে।

পদ্মা ওগো মাগো, একী হল।

সুবর্ণ কে মারল এমন করে ?

সুভদ্রা ইস্ ! বেঁচে আছে তো ?

ছোটলাল [*শান্তভাবে*] বেঁচে আছে। ফার্স্ট এডের বাক্সোটা নিয়ে এসো।

মধুকে ফরাশে শুইয়ে দিয়ে সে জামার বোতাম খুলে দিল। ফার্স্ট এডের বাক্সোটি এলে তুলো দিয়ে রক্ত মুছে ওষুধপত্র দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে লাগল।

শম্ভু এ নকুড়ের কাজ। নিশ্চয়ই এ নকুড়ের কাজ।

ছোটলাল ওকে কোথায় পেলে কাদের ?

কাদের শিবু তার গাড়িতে নিয়ে এসেছে। সোনাপুরে যাবার রাস্তায় রায়বাবুদের আম বাগানের ধারে পড়েছিল, শিবু গাড়ি নিয়ে গাঁয়ে ফিরবার সময় দেখতে পেয়ে তুলে এনেছে।

শম্ভু নকুড়ের এ কাজ।

ছোটলাল [*মধুর জামার পকেট থেকে কাগজ বার করে*] কাদের এই কাগজগুলো এক্ষুনি সোনাপুরে সতীশবাবুর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। পারবে তো ?

কাদের কীসের কাগজ ছোটোবাবু ? এই কাগজের জন্য ওকে ঘায়েল করেনি তো ?

ছোটলাল না ভয় নেই কাদের, তোমাকে কেউ ঘায়েল করবে না।

আজিজ [*সাগ্রহে*] আমাকে দিন ছোটোবাবু। আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি।

ছোটলাল তোকে দিয়ে কাজ করালে তোর বাপ যদি আমায় খুন করে ?

আজিজ বাপজান ঠান্ডা হয়ে গেছে। আর কিছু বলবে না।

ছোটলাল তা হলেই ভালো। [*কাগজগুলি আজিজকে দিয়ে*] এক্ষুনি গিয়ে কিন্তু সতীশবাবুকে দেওয়া চাই।

আজিজ সোজা চলে যাব ছোটোবাবু। পা চালিয়ে চলে যাব।

আজিজ চলে গেল।

সুবর্ণ তুমি কি গো, অ্যাঁ ? এত কাণ্ডের মধ্যে ওই লিস্টের কথা তুমি ভুলতে পারলে না !

ছোটলাল ভুললে কি চলে !

চতুর্থ দৃশ্য

দ্বিপ্রহর। শম্ভু দাসের বাড়ির উঠান ও বারান্দা। পদ্মা উঠান ঝাঁট দিচ্ছে। চুপি চুপি নকুড়ের প্রবেশ।

পদ্মা [*অবিচলিতভাবে*] বাবা বাড়ি নেই।

নকুড় তা জানি। গাঁয়ের লোকও অনেকেই গাঁয়ে নেই। সোনাপুরে মিটিং করতে গেছে। এমন সুযোগ সহজে জোটে না।

পদ্মা কীসের সুযোগ ?

নকুড় এই তোর সঙ্গে মন খুলে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইবার সুযোগ।

পদ্মা তোমার সুখ-দুঃখের কথা শুনবার জন্য আমার তো ঘুম আসছে না। তুমি মরলে মন্দিরে পুজো পাঠিয়ে দেব। তাই মরো গে যাও না অন্য কোথাও ?

নকুড় আমার সঙ্গে তুই এমন করিস কেন বল তো পদ্মরাণি ! এত অপমান সয়েও আমি তো কই তোর উপর রাগ করতে পারি না ?

পদ্মা করলেই পার ? কে তোমার রাগের ধার ধারে !

নকুড় কেন রাগ করিনি জানিস ? তুই ছেলেমানুষ, নিজের ভালোমন্দ বুঝবার ক্ষমতা তোর নেই। শোন পদ্ম, তোকে একটা খবর দি। এ অঞ্চলে কেউ এ খবর জানে না। শুধু আমি জানি। সদরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নাজিববাবু দু-চার টিন কেরোসিন কিনে রাখবে বলে খুঁজে খুঁজে টিন পাচ্ছিল না, আমি কেনা দামে তেল জোগাড় করে দেওয়ায় খুশি হয়ে চুপিচুপি গোপন খবরটা আমায় জানিয়েছে। প্রকাশ পেলে বেচারির চাকরিটা তো যাবেই জেল হয়ে যাবে সাত বচ্ছর।

পদ্মা [*মৃদু কৌতূহলের সঙ্গে*] খবরটা কী ?

নকুড় আজ বিকেলে এ গাঁয়ে তাঁবু পড়বে। ওরা আসছে।

পদ্মা [*ছেলেমানুষি আগ্রহ ও উত্তেজনায়*] সত্যি ? আসছে ! ছোটোবাবুকে তো খবরটা জানাতে হবে। তুমি একবার যাও না ছোটোবাবুকে জানিয়ে এসো ?

নকুড় পাগল হয়েছিস নাকি ? আমি বলে তোকে বাঁচাবার জন্য গোপন খবরটা তোকে বললাম, ছোটোবাবুকে জানাবি কি রকম ? জানাজানি হলে চারিদিকে হইচই পড়ে যাবে না ? তখন কি আর পালাবার উপায় থাকবে !

পদ্মা তুমি কেমন মানুষ গো দে মশায় ? যারা তোমার এত করলে, ধনপ্রাণ বাঁচালে তোমার, তাদের বিপদে ফেলে পালাবে ? পালাবার অসুবিধে হবে বলে খবরটা জানাবে না ?

নকুড় ছোটোবাবু আর মধুকে জানাব ? যারা আমার সর্বনাশ করেছে !

পদ্মা পোকা পড়বে তোমার মুখে। সবাই যখন হল্লা করে সেদিন তোমার দোকান আড়ত ঘরবাড়ি লুটতে গিয়েছিল, কারা গিয়ে বাঁচিয়েছিল তোমায় ? কাঁপতে কাঁপতে কার পায়ে ধরে বাঁচাও বাঁচাও বলে কেঁদেছিলে ? তোমার লোক কদিন আগে পেছন থেকে লাঠি চালিয়ে হীরু জ্যাঠার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, তোমার বিপদে তাও সে মনে রাখেনি। ওরা গিয়ে না পড়লে তোমার সেদিন কী অবস্থা হত দে মশায় ? সব লুটেপুটে

নিয়ে ঘরদোরে আগুন ধরিয়ে তোমায় খুন করে সব চলে যেত। কি রকম খেপে ছিল সবাই দ্যাখোনি ?

নকুড় কে ওদের খেপিয়েছিল শুনি ? মাল লুকিয়ে রেখে ওদের দুরবস্থার একশেষ করেছি বলে বলে কে ওদের মাথা খারাপ করে দিয়েছিল ? তিন চার হাজার টাকা লোকসান গেছে আমার। কত চেষ্টায় কিছু চাল আর তেল সংগ্রহ করে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম আস্তে আস্তে বেচে কিছু পয়সা করব। ছোটোবাবু আর মধু আমার সর্বনাশ করলে, বিলিয়ে দিতে হল সব।

পদ্মা বিলিয়ে দিতে হল কী গো ? ছোটোবাবু না নগদ টাকা দিয়ে সব কিনে নিলে তোমার ঠেঁয়ে ? নিয়ে বিক্রির জন্যে ব্রজ শা-র দোকানে জমা রাখল ?

নকুড় তুই বড়ো বোকা পদ্ম। চার হাজার টাকা লাভ হলে রানির হালে ভোগ তো করতি তুই। আর মাস ছয়ের মধ্যে তলে তলে সব মাল বেচে দিয়ে টাকাটা গুছিয়ে নিয়ে তোকে সঙ্গে করে চলে যেতাম সেই পশ্চিমে। তোর কপালে নেই, আমি কী করব !

পদ্মা ছমাস ধরে বেচতে ? তবে যে বললে ওরা এসে পড়ছে ?

নকুড় পড়ছেই তো। ও ছিল আগের মতলব। খবরটা পেলাম বলেই তো যেচে ছোটোবাবুকে সব বেচে দিলাম। ও মাল আর হচ্ছে না, ছয়লাপ হয়ে যাবে।

পদ্মা উল্টা পাল্টা কতই গাইলে এইটুকু সময়ের মধ্যে ! তোমার একটা কথাও সত্যি নয়। সব কথা বানিয়ে বললে। সেদিন আর নেই গো দে মশায়, যা খুশি গুজব রটাবে আর চোখ কান বুজে সব বিশ্বাস করব। কী করে ফাঁকি ধরতে হয় সুভাদিদি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে। ছোটোবাবুর কাছে কেঁদে কেঁদে ঘাট মেনেছিলে বলে এতক্ষণ কথা কইলাম তোমার সঙ্গে, হীরু জ্যাঠার ছেলের তুমি মাথা ফাটিয়েছিলে তবু। এবার যাও দে মশায়।

নকুড় চল একসঙ্গেই যাই। আর দেরি করা সত্যি উচিত নয়, তোকে হাঁটতে হবে না, ঘরের পেছনে আমবাগানে পাল্কি এনে রেখেছি।

পদ্মা [*সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আঁচলের খুঁটে বাঁধা বড়ো একটি হুইস্‌ল হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে*] আমায় ধরে নিয়ে যেতে এসেছ ?

নকুড় ছেলেমানুষ নিজের ভালোমন্দ বুঝবার বয়স তোর হয়নি। মিথ্যে বলিনি পদ্মা, আজ ওরা এসে পড়বে। গাঁকে গাঁ উজার করে দেবে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যাবে। কেউ কি বাঁচবে ভেবেছিস ?

পদ্মা তুমি নিশ্চয় বাঁচবে। হাতে পায়ে ধরে তুমি কাঁদতে আরম্ভ করলে তোমায় ওরাও মারতে পারবে না। দলে ভর্তি করে নেবে—জুতো সাফ করার জন্য।

নকুড় তামাশার কথা নয় পদ্মা। আজ মাঝরাতে হয়তো এসে পড়বে, বিছানা থেকে তোকে টেনে নিয়ে যাবে, বিশ পঁচিশ জনে মিলে অত্যাচার করবে, তারপর উলঙ্গ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মেরে ফেলবে। কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না। আমার সঙ্গে চল, কাশী গিয়ে থাকব দুজনে, চাকর দাসী রেখে দেব, গা ভরা গয়না দেব, দামি দামি কাপড় দেব, রানির মতো সুখে থাকবি।

পদ্মা তুমি বড়ো বোকা দে মশায়। বোকার মতো ভয় দেখালে। রানির মতো সুখে থাকবার জন্য যদি বা তোমার সঙ্গে যেতাম, বাবাকে ওভাবে মরতে রেখে তো যেতে মন উঠবে না।

নকুড় তোকে যেতে হবে। এক্ষুনি যেতে হবে। নিতে যখন এসেছি, না নিয়ে যাব না।

পদ্মা না গেলে ধরে নিয়ে যাবে তো গায়ের জোরে ? একা এসেছ, না লোক আছে সঙ্গে ?

নকুড় লোক আছে। জোর জবরদস্তি করতে চাই না বলে তাদেব বাড়ির মধ্যে আনিনি। নিজের ইচ্ছেতেই তুই চল পদ্মা, কটা ছোটো জাতের লোক তোকে ছোঁবে, আমাব তা ভালো লাগে না।

পদ্মা ডাকো না তোমার লোককে, আমায় ছোঁবার চেষ্টা করুক।

নকুড় [*পদ্মার নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব দেখে একটু ভড়কে গিয়ে*] কী করবি তুই ? কী তোর করার ক্ষমতা আছে ! ডাকলেই ওরা এসে মুখে কাপড় গুঁজে ধরে নিয়ে যাবে। কী করে ঠেকাবি তুই ? তোর বাবা বাড়ি নেই, গায়ে দু-চারজনের বেশি পুরুষ নেই। কে তোকে উদ্ধার করতে আসবে ? [*সন্দিগ্ধভাবে*] তোর হাতে ওটা কি ?

পদ্মা অস্ত্র। তোমার মতো এমনি ভাবে এসে কেউ যাতে আমাদের মুখে কাপড় গুঁজে ধরে নিয়ে যেতে না পারে সেই জন্য সুভাদিদি এই অস্ত্র দিয়েছে। গাঁযের সব মেয়েকে একটি করে দেওয়া হয়েছে। তোমার বউ থাকলে সেও একটা পেত।

নকুড় কী অস্ত্র ? পিস্তল নাকি ?

পদ্মা পিস্তল নয়, বাঁশি। আমাদেব বাড়িটা অন্য সবার বাড়ি থেকে একটু দূরে কিনা, তাই আমায় সবচেয়ে বড়ো বাঁশিটা দেওয়া হয়েছে। পাড়ায় যাদের ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি, তাদের ছোটো টিনের বাঁশি,—সবু আওযাজ বেরোয়। আমার এ বাঁশিটা সদর থেকে কেনা, টিনেব বাঁশিগুলো বানিয়েছে মদন কম্মোকার। একদিনে ও তিন কুড়ি বাঁশি বানাতে পারে।

নকুড় বাঁশি ! তাই বল।

পদ্মা বাঁশি বলে গেরাহ্যি হল না বুঝি ? আমি এটা মুখে তুললে কী হবে জানো ? এদিকে ক্ষেন্তি, বকুল, পদীপিসি, মনোর মা, ওদিকে ছুতোব বউ, মাখনের মা, আন্নাকালী, আর ওই পশ্চিমে বিধু, কৈবর্তী, মালতী ওরা সবাই শুনতে পাবে। সঙ্গে সঙ্গে আঁচলে বাঁধা বাঁশি মুখে তুলে ফুঁ দেবে, নয় তো, শাঁখ বাজাবে সেই বাঁশি শুনে দূরে দূরে যত বাড়ি আছে সব বাড়িতে বাঁশি আব শাঁখ বাজতে থাকবে। সারা গাঁয়ে হইচই পড়ে যাবে এক দণ্ডে। পুরুষ যারা আছে দু-দশজন তারা লাঠিসোটা নিয়ে আর মেয়েরা আঁশবটি নিয়ে ছুটে এসে তোমাদের দফা নিকেশ করবে। তার মধ্যে আমিও তোমাদের দু-একজনেব দফাটা নিকেশ করে রাখব।

নকুড় তুই তবে যাবি নে পদ্মা ? সত্যি যাবি নে ? পাল্‌কি ফিরিয়ে নিয়ে যাব ?

পদ্মা তাই যাও ভালোয় ভালোয়।

নকুড় তবু একমুহূর্ত ইতস্তত করল। লোভাতুর চোখে পদ্মাকে দেখতে দেখতে সে যেন হঠাৎ তাকে আক্রমণ করে মুখ চেপে ধরার সম্ভাবনার কথাই বিবেচনা করতে লাগল। তারপর পদ্মার বাঁশি ধরা হাতটি ধীরে ধীরে মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে তার যেন চমক ভাঙল। আরও এক মুহূর্ত পদ্মার দিকে তাকিয়ে থেকে সে চলে গেল।

পদ্মা [*আপন মনে*] মনে করেছিলাম, সুভাদিদির সব ছেলেমানুষি, এ ছেলেখেলার বাঁশি কোনো কাজেই লাগবে না। কাজে তো লাগল ! বাজিয়ে দিলেই হত বাঁশিটা, বুড়োর কিছু শিক্ষে হত। ব্যাটা লোক দিয়ে পেছন থেকে লাঠি মেরে সে মানুষটার মাথা ফাটিয়েছে ! যাক গে, মরুক। পাগলামি যা করছে, আমার জন্যেই তো। মাথা খারাপ হয়ে গেছে। রাগও হয়, মায়াও হয় বুড়ো ব্যাটার জন্যে।

হুইস্‌ল ও টিনের বাঁশির আওয়াজ শুনে উৎকর্ণ হয়ে।

বাঁশি বাজছে না ? কার বাড়িতে আবার কী হল ! আমাকেও তো বাজাতে হয় ! [*সজোরে হুইসেলে ফুঁ দিল*] আঁশবটি নিয়ে যাব নাকি ? নিয়েই যাই, দু-এক কোপ যদি বসাতে পারি কোনো হতচ্ছাড়া চোর ডাকাতকে।

পদ্মা বাইরে যাবার উপক্রম করতে নকুড়ের গলায় কাঁধের উড়ানিটি বেঁধে রামঠাকুর তাকে টানতে টানতে নিয়ে এল। রামঠাকুরের হাতে মোটা একটা লাঠি।

রামঠাকুর ধরেছি পদ্মা। চোরের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে পেছনে আমবাগানে পাঁচ ছটা যণ্ডা যণ্ডা লোকের সঙ্গে ফিসফাস করছিল। হাঁক দিতেই তারা ভেগেছে। ভাগবে আর কোথায়, যে শ্যামের বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছি। গিন্নির জন্যে বাঁশিটা কোমরে গোঁজা ছিল !

পদ্মা করেছ কি ঠাকুরমশায় ? এখুনি যে গাঁয়ের মেয়ে পুরুষ ছুটে এসে জড়ো হবে। দে মশায় বিদেয় নিয়ে চলে যাচ্ছিল যে।

নকুড় ও পদ্মা, বাঁচা আমায়। গলায় ফাঁস লাগল ! [*রামঠাকুর উড়ানি খুলে নিতে*] সবাই এলে বলিস কিন্তু আমি কিছু করিনি, আমি চলে যাচ্ছিলাম। গোড়াতেই স্পষ্ট করে বলিস পদ্মা। তোর বলতে বলতে যেন কেউ কোপটোপ না বসিয়ে দেয়।

রামঠাকুর রাম, রাম ! বিদেয় কান্না কাঁদতে এসেছিস তা কি জানি আমি ! বাজা বাজা শাঁখটা বাজা শিগগির।

পদ্মা শঙ্খ মুখে তুলে তিনবার বাজাল। চারিদিকে বাঁশির শব্দ মিলিয়ে গেল।

নকুড় তিনবার শাঁখ বাজালে কেউ আসবে না নাকি ?

পদ্মা আসবে। বাঁশি যখন বেজেছে পাড়ায় যারা পাহারা দেয় তাদের একজন খোঁজ নিতে আসবেই। সঙ্গে শাঁখ এনে তুমিও তো তিনবার বাজিয়ে দিতে পারতে !

নকুড় তা দিতাম না পদ্মা, দিতাম না। আমি তোর অনিষ্ট করতে চাইনি। তোকে আমি ছেলেবেলা থেকে স্নেহ করি পদ্মা।

রামঠাকুর কার ছেলেবেলা থেকে ?

মধুর প্রবেশ। মাথায় এখনও তার ব্যান্ডেজ বাঁধা। হাতে মোটা একটা লাঠি। সঙ্গে ছোটলাল, কাদের, আমিরুদ্দীন, আজিজ ও শম্ভু।

শম্ভু কী হয়েছে পদ্মা ?

পদ্মা দে মশায় আমার কোনো অনিষ্ট করতে না চেয়ে একটা পাল্‌কি আর পাঁচ সাতজন যণ্ডা গোছের লোক সাথে নিয়ে এসেছিল—

নকুড় আমি তোর কিচ্ছুই করিনি পদ্মা !

পদ্মা ভয় পাচ্ছ কেন দে মশায় ? আমি কি বলেছি তুমি কিছু করেছ ? তারপর আমার কোনো অনিষ্ট না করেই দে মশায় চলে যাচ্ছিলেন, ঠাকুরমশায় দেখতে পেয়ে বাঁশি বাজিয়ে গলায় গামছা দিয়ে টেনে এনেছেন।

রামঠাকুর গামছা নয়, উড়ানি। পুজোর ফুল পাতা নৈবিদ্য বাঁধা হয়, এ উড়ানি অতিশয় পবিত্র। গলায় দিলে কারও অপমান হয় না। স্পর্শে বরং পুণ্য হয়।

মধু দুর্মতির কি তোমার শেষ নেই দে মশায় ? কখনও ভুলেও সোজা পথে চলতে পার না ? মাঝে মাঝে সাধ যায় তোমার মনটা কী দিয়ে গড়া তাই দেখতে। আধ পেটা খেয়ে দিন কাটত, নিজের চেষ্টায় অবস্থা ফিরিয়েছ, ঘরবাড়ি টাকা পয়সা লোকজন কোনো কিছুর অভাব তোমার নেই। দুঃখকষ্ট সয়ে উন্নতি করার কথা বলতে লোকে তোমার কথা বলে। তুমি তো অপদার্থ নও, বুদ্ধিমান লোক তুমি। সাধ করে কেন বাঁকা পথে

চলে অন্যায় কাজ করো ? ভালো করো না করো, পরের ধানে মই না দিয়ে শুধু মানিয়ে চললে দশজনে তোমার নাম করত, খাতির করে চলত তোমায়। তার বদলে অন্যায় কাজ তুমি করেই চলেছ একটার পর একটা। তিন গাঁয়ের মানুষ এক হয়ে তোমার ঘরদুয়ার জ্বালিয়ে তোমাকে খুন করতে গেল, গাঁয়ের বাস তুলে তোমার দেশছাড়া হতে হচ্ছে, তখনও তোমার এই মতিগতি !

নকুড় [*তেজের সঙ্গে*] তুই আমাকে তত্ত্ব কথা শোনাস না মধু।

মধু আবার তুই তোকারি আরম্ভ করলে ?

নকুড় মারবি ? আয় মধু, মার। আর তোকে আমি ভয় করি না। তোর বাহাদুরি ঢের সয়েছি, আর সইব না। আয় এগিয়ে, এই বুড়ো বয়সে তোর সঙ্গে আজ আমি হাতাহাতি মারামারি করব। আয় বলছি পাজি বজ্জাত হারামজাদা—গাল দিলাম যা-তা বলে। মারমুখো হয়ে আয় দিকি একবার। তুই একটা ছোরা নে, আমায় একটা ছোরা দে। একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক তোতে আমাতে। কইরে শূয়ার আয় ? আজ যে বড়ো গাল শুনেও রাগ হচ্ছে না তোর ! বাপ তুলে গাল দেব ?

মধু মুখ সামাল দে মশায় !

নকুড় তোর ভয়ে ? গায়ে তোর জোর বেশি বলে ? গাঁয়ে মেয়েগুলো পর্যন্ত ভয় ডর ভুলেছে, কোমরে ছোরা গুঁজে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে, আমি পুরুষ হয়ে তোকে ডরাব ? নে, গাল আর দেব না কিন্তু খুন তোকে আজ আমি করব মধু। নয় তোর হাতে আজ খুন হব। তুই আমাকে সাতপুরুষের ভিটে ছাড়া করেছিস, কুকুর বেড়ালের মতো আমায় গাঁ ছেড়ে পালাতে হচ্ছে, তোকে যে জ্যান্ত রেখে যাচ্ছিলাম কেন তাই ভাবি। লাঠি, ছোরা, রামদা, যা খুশি একটা নে মধু, চ দুজনে বাগানে যাই।

শম্ভু কেন মাথা গরম করছ দে মশায় ? রওনা হয়ে বেরিয়েছ বাড়ি থেকে, যেখানে যাচ্ছিলে চলে যাও।

কাদের কত বড়ো খারাপ মতলব নিয়ে এ বাড়ি ঢুকেছিলে, ভুলে গেছ এরই মধ্যে ? ছেলে না দিয়ে তোমায় এনারা ছেড়ে দিলে। তুমি আবার হম্বিতম্বি করছ !

রামঠাকুর এ লোকটা কী !

নকুড় [*সকলের মন্তব্য অগ্রাহ্য করে, রামঠাকুরের হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে*] বাপের ব্যাটা যদি হোস মধু, লাঠি নিয়ে বাগানে চল।

মধু [*হেসে*] চলো। এত যদি লাঠি চালাতে জানো দে মশায়, পেছন থেকে লাঠি মেরে জখম করেছিলে কেন ? সামনাসামনি আসতে পারনি সেদিন ?

নকুড় আমি লাঠি মারিনি। আমার লোক মেরেছিল। আজ সামনাসামনি মারব।

পদ্মা [*মধুকে*] যেও না তুমি। দে মশায়ের মতলব আমি বুঝেছি। তোমার হাতে খুন হয়ে তোমাকে ফাঁসি দেওয়াতে চায়।

মধু এত কাণ্ড করেও তোমার সাধ মিটল না ? যাবার আগে আবার একটা হাঙ্গামা করতে চাও ?

নকুড় আমি যদি না যাই !

রামঠাকুর সে কী হে ? পাল্‌কি বেয়ারা সঙ্গে নিয়ে তুমি না বিদায় কান্না কাঁদতে এসেছিলে ? এখন যাব না বলছ কী রকম ?

নকুড় কেন যাব ? আমার সাতপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে আমি যাব কেন ? কী করেছি আমি !

রামঠাকুর তা বটে।

নকুড় নিজের পয়সা দিয়ে জিনিস কিনেছি, আমি তা মাটিতে পুঁতে রাখি, জঙ্গলে লুকিয়ে রাখি, খানা ডোবায় ফেলে দিই, তোমাদের বলবার কী অধিকার আছে ? আমার অন্যায় কোথায় ! যার পয়সা নেই, যে কিনতে পারে না, সে এসে ভিক্ষে চাইল না কেন, আমি ভিক্ষে দিতাম। গায়ের জোরে ইচ্ছামতো দাম দিয়ে কিনবার কী অধিকার আছে তোমাদের ?

সকলে হেসে ফেলে, পদ্মা সুদ্ধ। নকুড় চেয়ে থাকে উন্মাদের মতো বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে।

পঞ্চম দৃশ্য

আসন্ন সন্ধ্যা। গ্রামের পথ, কাছাকাছি কয়েকখানা খড়ে ছাওয়া মাটির ঘর। একদিকে গাছপালা ঝোপ ঝাড়। অন্যদিকে মাঠ, খেত। চারিদিকে নিঃশব্দ, পাখির ডাক ছাড়া কোনো শব্দ শোনা যায় না। ঝোপের আড়ালে লুকানো দুজন লোক ছাড়া আশেপাশে মানুষ চোখে পড়ে না। লোক দুজনের লুকিয়ে থাকার জন্য নির্জনতা কেমন রহস্যময় মনে হয়। সেই রহস্যের অনুভূতি আরও গভীর হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে দু-একজন চাষি শ্রেণির লোকের ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে প্রবেশ করায়। তারা নিঃশব্দে চলে যায়।

তারপর প্রবেশ করে শম্ভু ও ভূষণ। দুজনে প্রায় সমবয়সি, শম্ভুর চেয়ে ভূষণকে একটু বেশি বুড়ো দেখায়। গাছের আড়াল থেকে মধু ও মাখন বেরিয়ে আসে।

মধু খবর কি খুড়ো ?

ভূষণ নতুন খবর আর কি। ওই গুজবটাই শুনছি, আজকালের মধ্যে গাঁয়ে হানা দেবে।

শম্ভু আজ রাতে এলেই বিপদ।

মধু আজ রাতে এলেও বিপদ, কাল রাতে এলেও বিপদ। বিপদ যা তা আছেই।

মাখন আমি বলি, দিনের চেয়ে রাতে এলেই ভালো। মেয়েছেলে, গোরুবাছুর নিয়ে বন জঙ্গল খানা ডোবায় পড়া যায়, গুঁতোও দেয়া যায় ফাঁকতালে দু-একটাকে দু-এক ঘা।

ভূষণ আর গুঁতো দিয়ে কাজ নেই বাপু, ঢের হয়েছে। গুঁতোর ঠেলা সামলাতে প্রাণ গেল।

মাখন যাবার জন্যেই তো প্রাণ।

ভূষণ তোর তামাশা রাখ মাখন। সব সময় ভালো লাগে না তামাশা।

শম্ভু মোর ভাবনা আজ রাতের লেগে। রাতে মোর পাহারা নয়নদিঘির মোড়ে। ঘরটা থাকবে খালি। বলায়ের মা থাকবে বলেছে বটে রাতে মেয়েটার কাছে, তা মেয়েমানুষ তো বটে দুজনাই। কী করবে, কোনদিকে যাবে দিশেমিশে পাবে না হয়তো।

মধু মোরা তো আছি। কিছু হলে পৌঁছে দেবখন গড়ে। কিন্তু তোমায় আবার পাহারায় দিলে কেন সামন্তমশায়, মোরা এত জোয়ান মদ্দ থাকতে ?

শম্ভু [*সগর্বে*] আমি যেচে নিইছি। সবাই বলে এই করেছি, ওই করেছি, আমি পারি নে ? বুড়ো এখনও হইনি বাপু, নিজেকে যতই জোয়ান ভাবো।

মধু তা রাতে কেন ? দিনে পাহারা নিলেই হত।

শম্ভু যেমন লিস্ট করেছে।

মধু আচ্ছা, কাল আমি তা ঠিক করে দেব সামন্তমশায়।

পদ্মা এল, শম্ভুরা যেদিক থেকে এসেছিল তার অপর দিক থেকে।

পদ্মা বাবা ! বাবা !

শম্ভু কী ছুটোছুটি করিস পদি, বয়েস হয়নি ? খুকিটি আছিস এখনও ?

পদ্মা খপর দিতে এলাম।

শম্ভু কী খপর ?

পদ্মা আজ রাতে পাহারায় যেতে হবে না তোমায়। নিতুর বাবা আর রসিক মামা বলল আমায়।

শম্ভু বাড়ি এয়েছিল ?

পদ্মা অ্যাঁ ? বাড়ি ? মোদের বাড়ি ? না তো।

শম্ভু কোথায় বলল তবে তোকে ?

পদ্মা আমি গিছলাম কিনা মাইতি বাড়ি।

শম্ভু কেন গেছলি মাইতি বাড়ি ?

পদ্মা এমনিই গেছলাম !

শম্ভু সত্যি বল পদি কেন গেছলি তুই মাইতি বাড়ি। ও বাড়িতে ওনারা পরামর্শ করতে জড়ো হন, ওখানে তোর যাবার কী দরকার ?

পদ্মা তোমার শুধু কেন আর কেন। কেন এই করেছিস, কেন ওই করেছিস। ভালো খপরটা দিলাম।

শম্ভু কেন গেছলি বল পদি।

পদ্মা তোমার কথা বলতে গিছলাম।

শম্ভু কেন ? আমার কথা বলতে গেছলি কেন ?

পদ্মা যাব না ? দুপুর রাতে বেরিয়ে সারারাত তুমি বাইরে কাটাবে, ঠান্ডা লাগবে না তোমার ? অসুখ করবে না ? শখ হয়েছে, দিনের বেলা পাহারা দিয়ো।

মাখন মন্দ কি করেছে কাজটা ? বুদ্ধি আছে তোর পদি।

পদ্মা নেই ভেবেছিলে নাকি তবে ? নিতুর বাপ কী বলল জানো মাখনদাদা, বলল—ভাগ্যে তুই এসে বললি পদি, নয় তো ভুল করে বুড়ো মানুষটাকে রাতের পাহারায় পাঠিয়ে মুশকিল হত অসুখ-বিসুখ হলে।

শম্ভু [*গুম খেয়ে*] ছোটলাল যদি রাগ করে ?

মধু [*হেসে*] খেপেছ নাকি সামন্তমশায় ? ছোটলাল যা করে সবার সাথে পরামর্শ করেই করে। কারও ন্যায্য কথা অমান্য করে না কখনও। বারবার মোদের বলেছে শোনোনি—সে হাকিম, না পুলিশ, না জমিদার যে হুকুম জারি করবে ?

মাখন লোক ভালো ছোটলাল। এত বড়ো বুকের পাটা কিন্তু কী নরম মানুষটা। আবার গরম হলে আগুন।

মধু কথা বলে খাঁটি। বলে, আমার একার কথা কি কথা ? তোমাদের যদি বোঝাতে পারলাম তো ভালো, না পারলে তোমাদের কথার পরে আর কথা নেই। কী ভাবে বোঝালে মোদের, কী ভাবে সামলালে।

ভূষণ ছোটলাল দেখি দেবতা হয়ে উঠেছে তোমাদের।

মধু দেবতা কীসের ? বন্ধু।

মাখন তুমি হও না দেবতা ?

ভূষণ চলো হে চলো, আমরা যাই।

পদ্মা, শম্ভু ও ভূষণ চলে গেল। একটু পরেই ছুটে পদ্মা ফিরে এল।

পদ্মা মাখনদাদা, কত বড়ো পেয়ারা হয়েছে দ্যাখো। তিনটে এনেছি তোমাদের জন্য।

মাখন আমি দুটো মধু একটা তো ?

পদ্মা ভাগ নিয়ে তোমরা কামড়াকামড়ি করো। আমি কী জানি ?

পদ্মা চঞ্চল পদে চলে গেল।

মাখন [*পেয়ারা খেতে খেতে*] আজকালের মধ্যে মোদের গাঁয়ে হানা দেবে শুনছি পাঁচ সাতদিন ধরে। কদিন এমন চলবে ?

মধু যদ্দিন ওনারা চালান। কাল পলাশপুরে ছোঁ মেরেছে। আজকালের মধ্যে মোদের জুনপাকিয়ায় আসতে পারে, আশ্চর্য কি ?

মাখন আসেই যদি তো আসুক, চুকে বুকে যাক। যে কটা মরে মরুক যে কটা ঘর পোড়ে পুড়ুক।

মধু গায়ের ঝাল কিছু ঝাড়বেই, সে তো জানা কথা। হেথায় হাঙ্গামা বলতে গেলে কিছুই হয়নি, তবে ওদের কি আর বাছ-বিচার আছে। এ দুর্দিনে বাঁচবার জন্য একসাথে মিলছি, এটাই মস্ত দোষ হয়েছে হয়তো। পলাশপুরও যখন বাদ গেল না, জুনপাকিয়া সহজে ছাড়া পাবে না।

মাখন কিন্তু মেয়েদের ইজ্জত !

মধু সেটা কি আর মোরা বেঁচে থাকতে যাবে ?

মাখন গেছে তো অনেক জায়গায়, পুরুষরা বেঁচে থাকতেও।

মধু জুনপাকিয়ায় যাবে না।

মাখন তোর জুনপাকিয়াও অন্য গাঁয়ের মতোই মধু।

মধু সে তো ঠিক কথাই। একি আর একটা গাঁয়ের বাহাদুরি দেখানোর ব্যাপার ? কখনও যা ঘটেনি তাই ঘটল বটে, তবু একজন একা বীর হলে কী হবে। দশটা গাঁর বীরত্বে কী হবে। এটা কি জানিস, বড়ো একটা চিহ্ন শুধু। তবে ছোটলাল বলে, যা করার তা করতে হবে, যা সওয়ার তা সইতে হবে। দিন তো আসবে একদিন মোদেরও। আর সব সয়ে যাব, মেয়েদের ওপর অত্যাচার সইব না। সরিয়ে ফেলে, লুকিয়ে রেখে, বাঁচাবার ব্যবস্থা করেছি ওদের—তবু যদি ওদের ওপর ছোঁ মারতে যায়, তখন আর সইব না। প্রাণ থাকতে নয়। তাই বলছিলাম, মোরা বেঁচে থাকতে জুনপাকিয়ায় মেয়েদের ডর নেই। সবাই মরলে তারপর যা হবার হবে।

মাখন মুখ বুজে সইব, এ যেন এখনও মোর কেমন ঠেকে।

মধু ওই যে ছোটলাল বললেন, যা করার তা করতে হবে। মুখ থাকতে মুখ বুজবো কেন ? তবে যে যার খুশি মতো বললে আর করলে কি কোনো লাভ আছে।

মধু তোকে বলি মাখন, কারু কাছে ফাঁস করিস না।

মাখন তোতে আমাতে বেঁফাস কথা কইবার কি আছে শুনি ?—কে ? কে যায় ?

চাদর মোড়া এক মূর্তি এল। দ্রুতপদে আসছিল, থমকে দাঁড়াল। কণ্ঠস্বর ভয়ার্ত।

আগন্তুক আমি, আমি। আমি বাবা, আমি।

মধু দে মশায় ? এমন করে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়েছ কেন ? মুখ দেখার জো নেই, যেন কনে বউটি।

নকুড় যা শীত বাবা।

মধু সন্দে বেলাই এত শীত ?

মাখন তা, এই শীতে কোথা গিয়েছিলে খুড়ো ?

নকুড় বুড়ো মানুষ বাবা, একটু শীতে কাঁপন ধরে। হাড় কনকন করে। তোমাদের বয়েস কি আছে বাবা।

মধু এমন বুড়ো তুমি নও দে মশায়। তোমার চেয়ে বুড়ো লোক রাতে পাহারা দিচ্ছে।

মাখন বিয়ে তো করলে এই শীতে ভূষণ খুড়োর মেয়েটাকে। এমনই চাদর মুড়ি দিয়েছিলে নাকি বিয়ের আসরে ? আচ্ছা, সে নয় খুড়িকে শুধোবো কেমন কেঁপেছিলে ঠকঠক করে বিয়ের রাতে। এখন বলো দিকি, গিছলে কোথা ?

নকুড় এই কি জানো, গিছলাম বাবা বীরগাঁ, বোনাইবাড়ি। তোমাদের খুড়ি কাল থেকে খেপে আছে, খালি বলে যাও, যাও, খপর নিয়ে এসো মোর বোনের। তা করি কি যেতে হল।

হৃদয় এল। পরনের গামছা হাঁটুতে নামেনি। আটহাতি ছেঁড়া মোটা ধুতিটি চাদরের মতো গায়ে জড়ানো। হাতে একটা মোটা লাঠি। সহজ, সরল চাষি মজুর---একটু বোকাসোকা।

হৃদয় দেখলে খুড়ো ? লাগাল ধরেছি ঠিক। বললে কিনা, মাঠে যাবি তো যা হিদয়, তত খনে ঘর পৌঁছে যাব। হিদয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে পারলে খুড়ো ? ধরিছি না গাঁয়ের ঢোকার আগে ! পয়সা কটা কিন্তুক আজ দিতে হবে খুড়ো। খুদির মা নয়তো খেয়ে ফেলবে মোকে।

মাখন খুড়োর সাথে গিছলে নাকি হিদয় ?

নকুড় হ্যাঁ বাবা, হিদয়কে সাথে নিছলাম। আয় হিদয়, যাই। পয়সা দেব তোকে আজই।

মাখন দাঁড়াও খুড়ো, একটু দাঁড়াও। বলি ও হিদয়, বীরগাঁ গেলে একবার বলে যেতে পারলে না মোকে ? একটা চিঠি দিতাম ছোটোমহালের নায়েবকে ?

হৃদয় বাঃ রে কথা ! বীরগাঁ ? বীরগাঁ গেলাম কবে ? খুড়ো বলল হিদয়, খাসধুরো যাবি আসবি মোর সাথে, দশগন্ডা পয়সা পাবি। আমি বললাম, খুড়ো দশগন্ডা নয়, এগারো গন্ডা দিতে হবে, সাত কোশ রাস্তা। তা খুড়ো বললে, হিদয়, আটগন্ডা যদি নিস তো খেতে পাবি পেট ভরে, ভাত, রুটি, মাংসো, বিস্কিউট—ব্যাটা জীবনে খাসনি ! খুড়ো মোকে ব্যাটা বললে, শুনছো ? খুড়ো বলে ডাকি, মোকে বললে ব্যাটা !

নকুড় ব্যাটা পাগল।

মাখন খুড়ো, খাসধুরো গিছলে কেন ?

নকুড় তোর তাতে দরকার ? মোর যেথা খুশি যাব।

মাখন চটছো কেন খুড়ো। আমার কী দরকার, গাঁয়ের লোক যে জানতে চাইবে, নকুড় খুড়ো এত ঘন ঘন খাসধুরো যায় কেন, ওনাদের খাস আড্ডায়। তলে তলে কারবার করছে নাকি ওনাদের সাথে ?

নকুড় বড়ো তোরা বাড়াবাড়ি করিস বাপু। আমি গেলাম দর জানতে সর্ষে আর সোনার, কীসের আড্ডা কাদের আড্ডা কীসের কি, আমি তার কী জানি। তোদের খালি সন্দেহ বাতিক।

মধু সর্ষে আর সোনার দর ?

নকুড় না তো কি ? সর্ষে কিছু ধরা আছে, ভেবেছিনু নতুন সর্ষের সাথে মিশিয়ে বেচব। তা খুড়ি তোদের গোঁ ধরেছে, সাতদিনের মধ্যে গয়না চাই। হঠাৎ বিয়েটা হল, গয়নাগাঁটি তৈরি তো হয়নি কিছু। যত বলি সময় মন্দ, দুদিন যাক, খুড়ি তোদের কথা শোনেন না।

মাখন ছেলেমানুষ তো, পদির চেয়ে ছেলেমানুষ। ভাবছে হয়তো ফাঁকি দেবে।

নকুড় তামাশা রাখ মাখন।

মাখন তামাশা কি খুড়ো, এমন গোঁ তোমার বিয়ে করার যে শেষে ভূষণ খুড়োর ওই কচি মেয়েটাকে বিয়ে করে বসলে, গাঁয়ের লোককে দেখিয়ে দিলে বিয়ে তোমার ঠেকায় কার

সাধ্যি ! ভাবলে বুঝি যে গাঁয়ের লোককে জব্দ করলে বিয়ে করে। তোমার তামাশায় আমরা হাসছি কদিন। তা যাক গে খুড়ো সে কথা, সর্ষের ব্যাপারটা কী শুনি।

নকুড় তোদের বড়ো জেরা বাপু।

মাখন জেরা কীসের খুড়ো, সর্ষে বেচে খুড়িকে গয়না দেবে এ তো সুখবর, আনন্দের কথা। দশবিশ হাজার যা জমা আছে টাকা তোমার, তাতে তো আর গয়না হবে না খুড়ির—সর্ষে না বেচা হলে বেচারা ফাঁকিতে পড়বে। তা সর্ষে বেচলে ?

নকুড় ভালো দর পেয়েছি। ভাবলাম চুপি চুপি বেচে দেব কাউকে না জানিয়ে, তা তোদের জ্বালায় কি চুপচাপ কিছু করবার জো আছে।

মাখন সর্ষে দেখাবে খুড়ো ?

নকুড় আরে বাবা, সেকি হেথায় রেখেছি ? বীরগাঁয়ের বোনায়ের ওখানে আছে।

মাখন গল্প বানাতে ওস্তাদ বটে তুমি খুড়ো। বলি হিদয়, খুড়ো কোথা কোথা গিছল রে খাসধুরোয় ?

হৃদয় কে জানে বাবা। মোকে হাঁবুর তেলেভাজার দোকানে বসিয়ে রেখে খুড়ো গেল খালধারে তাঁবুর দিকে। তারপর কোথা কোথা গেল ভগবান জানে।

নকুড় [*তাড়া দিয়ে*] হয়েছে, হয়েছে। আয় হিদয়, যাই আমরা।

মাখন একবার মাইতি বাড়ি হয়ে যেতে হবে খুড়ো।

নকুড় তোর হুকুমে নাকি ?

মাখন ছি ছি, হুকুম কীসের। এই জোড়হাতের আবদারে। মধু, খুড়োর সাথে ঘুরে আসছি মাইতি বাড়ি। হিদয়, তুমিও এসো সাথে। ভয় নেই। যা যা শুধোবে, ঠিক ঠিক জবাব দিও।

গজর গজর করতে করতে নকুড় চলে গেল। সঙ্গে গেল মাখন ও হৃদয়। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল চারিদিক। সন্ধ্যার অন্ধকার আরও গভীর হয়ে এল। দূর থেকে শোনা গেল এক শাঁখের আওয়াজ বহুদূর থেকে।

মধু একটা শাঁখ ! সাঁঝেও তো শাঁখ বাজানো বারণ। কারও বাড়িতে ভুলে গেল নাকি ?

তারপর কাছে ও দূরে অনেকগুলি শাঁখ একসঙ্গে বেজে উঠল। মধু তার হাতের শাঁখটি মুখে তুলে বাজাল। দূরে শোনা গেল কোলাহল আর্তনাদ ও দুমদাম শব্দ। মধু ছুটে গেল গাঁয়ের দিকে; তারপর আবার ছুটতে ছুটতে ফিরে এল, সঙ্গে পদ্মা।

মধু কি বলে তুই এ দিকে এলি বল দিকি।

পদ্মা না এসে থাকতে পারলাম না। মনে হল এদিকেই ওরা আসছে, কী জানি তোমার কী করবে।

মধু তাই তুই বাঁচাতে এলি আমায়। যদি বা বাঁচতাম—এবার দুজনেই মরব। অত করে শিখিয়ে দিলাম, গড়ের ধারে যেখেনে গিয়ে লুকোবে সব, সেখানে যাবি। তুই এলি এদিক পানে ছুটে !

পদ্মা তোমার বোনকে পাঠিয়ে দিয়েছি সেখানে।

কোলাহল কাছে এগিয়ে আসে।

মধু বেশ করেছিস। কী করি এখন তোকে নিয়ে আমি।

পদ্মা আমার জন্যে ভেবো না। দুজনে লুকোই চলো। ওরা বুঝি এল।

মধু এই পুকুরে নাম গিয়ে। পানায় গলা ডুবিয়ে থাকবি। নিমুনিয়া হবে নির্ঘাত—কিন্তু উপায় কী।

পদ্মা আর তুমি ?

মধু যা বলি তা শোন। কথা বলিস না। নিজে যদি বাঁচতে চাস, মোকে বাঁচতে দিতে চাস, কথা শোন। নয়তো দুজনে মরব।

অনিচ্ছুক পদ্মা কয়েক পা এগিয়ে গেছে, কাছে বন্দুকের আওয়াজ হল। মধু পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। পদ্মা আর্তনাদ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

মধু পালা ! পালা ! বেইজ্জত করবে তোকে—পালা।

পদ্মা না। তোমায় ফেলে পালাব না আমি।

মধু তুই না থাকলেই বাঁচব পদি। তুই থাকলে আরও মেরে ফেলবে আমায়। তুই কাছে না থাকলে মরার ভান করব। কিছু করবে না। যা—পালা শিগগির। মোকে যদি বাঁচাতে চাস, পালা।

পদ্মা উঠে পালিয়ে যায়। পরক্ষণে অল্প দূর থেকেই শোনা যেতে থাকে তার আকাশচেরা আর্তনাদের পর আর্তনাদ। হঠাৎ সে আর্তনাদ থেমে যায়। মধু প্রাণপণে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও কিছুতে উঠতে পারে না, কেবলই পড়ে পড়ে যায়।

—যবনিকা—